Beng
547

14123.d.2.

Churnak
against idolatry
by Ram Mohan Roy.
Beng. 517
BRITISH MUSEUM

# বাজসনেয়সংহিতোপনিষদের ভাষা বিবরণের ভূমিকার চূর্ণক

উপনিষদের দ্বারা ব্যক্ত হইবেক যে পরমেশ্বর এক মাত্র সর্ব্বত্র ব্যাপী আমারদিগের ইন্দ্রিয়ের অগোচর হয়েন,তাঁহারই উপাসনা প্রধান এবং মুক্তির প্রতি কারণ হয়,আর নাম রূপ সকল তাহার কার্য্য হয়। পুরাণ এবং তন্ত্রাদিতেও পরমাত্মাকে এক এবং বুদ্ধি মনের অগোচর করিয়া পুনঃ পুনঃ কহিয়াছেন,তবে পুরাণ এবং তন্ত্রাদিতে সাকার দেবতার বর্ণন এবং উপাসনা যে বাহুল্য মতে লিখিয়াছেন সে প্রত্যক্ষ বটে, কিন্তু ঐ পুরাণ এবং তন্ত্রাদি সেই সাকার বর্ণনের সিদ্ধান্ত আপনিই পুনঃ পুনঃ এই রূপে করিয়াছেন, যে যে ব্যক্তি ব্রহ্ম বিষয়ের শ্রবণ মননেতে অশক্ত হইবেক সেই ব্যক্তি দুষ্কর্ম্মে প্রবৃত্ত না

হইয়া রূপ কল্পনা করিয়াও উপাসনার দ্বারা চিত্ত স্থির রাখিবেক ; পরমেশ্বরের উপাসনাতে যাহার অধিকার হয় কাল্পনিক উপাসনাতে তাহার প্রয়োজন নাই। ইহার ভূরি ভূরি প্রমাণ পরের শ্লোকেতে দেওয়া যাইতেছে।

চিন্ময়স্যাদ্বিতীয়স্য নিষ্কলস্যাশরীরিণঃ। উপাসকানাং কার্য্যার্থং ব্রহ্মণোরূপকল্পনা॥ রূপস্থানাং দেবতানাং পুংস্ত্র্যংশাদিককল্পনা।

স্মার্ত্তধৃতযমদগ্নের্ব্বচনং॥

জ্ঞানস্বরূপ অদ্বিতীয় উপাধি শূন্য শরীর রহিত যে পরমেশ্বর তাঁহার রূপের কল্পনা সাধকের নিমিত্তে করিযাছেন, রূপ কল্পনার স্বীকার করিলে পুরুষের অবয়ব স্ত্রীর অবয়ব ইত্যাদি অবয়বের সুতরাং কল্পনা করিতে হয়॥

রূপনামাদিনির্দ্দেশবিশেষণবিবর্জ্জিতঃ। অপক্ষযবিনাশাভ্যাং পরিণামার্ত্তিজন্মভিঃ। বর্জ্জিতঃ শক্যতে বক্তুং যঃ সদাস্তীতি কেবলং॥

বিষ্ণুপুরাণে ১ অংশে ২ অধ্যায়ে॥

রূপ নাম ইত্যাদি বিশেষণ রহিত, নাশ রহিত, অবস্থান্তর শূন্য, দুঃখ এবং জন্ম হীন পরমাত্মা হয়েন, কেবল আছেন এইমাত্র করিয়া তাঁহাকে কহা যায়॥

অপ্‌সু দেবামনুষ্যাণাং দিবি দেবামনীষিণাং। কাষ্ঠ-লোষ্টেষু মূর্খাণাং যুক্তস্যাত্মনি দেবতা॥

স্মার্ত্তধৃতশাতাতপবচনং॥

জলেতে ঈশ্বর বোধ ইতর মনুষ্যের হয়, গ্রহাদিতে ঈশ্বর বোধ দেবজ্ঞানিরা করেন, কাষ্ঠ মৃত্তিকা ইত্যাদিতে ঈশ্বর বোধ মূর্খেরা করে, পরমাত্মাতে ঈশ্বর বোধ জ্ঞানিরা করেন॥

বিদিতে তু পরে তত্ত্বে বর্ণাতীতে হ্যবিক্রিয়ে। কিঙ্করত্বং হি গচ্ছন্তি মন্ত্রামন্ত্রাধিপৈঃ সহ॥

কুলার্ণবঃ ৯ উল্লাসঃ॥

ক্রিয়া হীন বর্ণাতীত যে ব্রহ্মতত্ত্ব তাহা বিদিত হইলে মন্ত্র সকল মন্ত্রের অধিপতি দেবতার সহিত দাসত্ব প্রাপ্ত হয়েন॥

পরে ব্রহ্মণি বিজ্ঞাতে সমস্তৈর্নিয়মৈরলং। তালবৃন্তেন কিং কার্য্যং লব্ধে মলয়মারুতে॥

কুলার্ণবঃ॥

পরব্রহ্ম জ্ঞান হইলে কোন নিয়মের প্রয়োজন থাকে না, যেমন মলয়ের বাতাস পাইলে তালের পাখা কোন কার্য্যে আইসে না॥

এবঙ্গুণানুসারেণ রূপাণি বিবিধানি চ। কল্পিতানি হিতার্থায় ভক্তানামল্পমেধসাং॥

মহানির্ব্বাণং॥

এইরূপ গুণের অনুসারে নানা প্রকার রূপ অল্প বুদ্ধি ভক্তদিগের হিতের নিমিত্তে কল্পনা করা গিয়াছে॥

অধিকন্তু পুরাণ এবং তন্ত্রাদিতে স্পষ্ট কহিতেছেন যে যাবৎ নামরূপ বিশিষ্ট সকলেই জন্য এবং নশ্বর। জন্য এবং নশ্বর বস্তুতে ঈশ্বর বুদ্ধি করা হইতে আর অধিক কি ভ্রম হইতে পারে?

বিষ্ণুঃ শরীরগ্রহণমহমীশানএবচ। কারিতাস্তে যতোঽতস্তাং কঃ স্তোতুং শক্তিমান্ ভবেৎ॥

মার্কণ্ডেয়পুরাণং॥

বিষ্ণুর ও আমার অর্থাৎ ব্রহ্মার এবং শিবের যেহেতু শরীর গ্রহণ তুমি করাইয়াছ অতএব কে তোমাকে স্তব করিতে পারে॥

ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশাদিদেবতাভূতজাতযঃ। সর্ব্বে নাশং প্রযাস্যন্তি তস্মাচ্ছ্রেয়ঃ সমাচরেৎ॥

কুলার্ণবঃ ১ উল্লাসঃ॥

ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব প্রভৃতি দেবতা এবং যাবৎ শরীর বিশিষ্ট বস্তু সকলে নাশকে পাইবেন, অতএব আপন আপন মঙ্গল চেষ্টা করিবেক॥

এইরূপ ভূরি বচনের দ্বারা গ্রন্থ বাহুল্যের প্রয়োজন নাই। যদ্যপি পুরাণ তন্ত্রাদিতে

লক্ষ স্থানেও নাম রূপ বিশিষ্টকে উপাস্য করিয়া বর্ণন করেন, পরে কহেন যে এ কেবল দুর্ব্বলাধিকারির মনঃ স্থিরের নিমিত্ত কল্পনা মাত্র করা গেল, তবে ঐ পূর্ব্বের লক্ষ বচনের সিদ্ধান্ত পরের বচনে হয় কি না? আর যদি পুরাণ তন্ত্রাদিতে সকল ব্রহ্মময় এই বিচারের দ্বারা নানা দেবতাকে এবং দেবতার বাহনকে আর অন্নাদি যাবদ্বস্তুকে ব্রহ্ম করিয়া কহিয়া পুনরায় কি জানি এ বর্ণনের দ্বারা ভ্রম হয় এ নিমিত্ত পশ্চাৎ কহেন যে বাস্তবিক নাম রূপ সকল জন্য এবং নশ্বর হয়েন, তবে তাবৎ পূর্ব্বের বাক্যের মীমাংসা পরের বাক্যে হয় কি না?

যদি কহ কোন দেবতাকে পুরাণেতে সহস্র সহস্র বার ব্রহ্ম কহিয়াছেন, আর কাহাকেও কেবল দুই চারি স্থানে কহিয়াছেন, অতএব যাঁহারদিগকে অনেক স্থানে ব্রহ্ম কহিয়াছেন তাঁহারাই স্বতন্ত্র ব্রহ্ম হয়েন। উত্তর।

যদি পুরাণাদিকে সত্য কহ তবে তাহাতে দুই চারি স্থানে যাহার বর্ণন আছে আর সহস্র স্থানে যাহার বর্ণন আছে সকলকেই সত্যরূপে মানিতে হইবেক, যেহেতু যাহাকে সত্যবাদী জ্ঞান করা যায় তাহার সকল বাক্যেই বিশ্বাস করিতে হয়। পুরাণ তন্ত্রাদি আপনার বাক্যের সিদ্ধান্ত আপনিই করিয়াছেন যাহাতে পরস্পর দোষ না হয়; কিন্তু আমরা সিদ্ধান্ত বাক্যে মনোযোগ না করিয়া মনোরঞ্জন বাক্যে মগ্ন হই।

যদি কহ ব্রহ্মজ্ঞানের যেরূপ মাহাত্ম্য লিখিয়াছেন সে প্রমাণ,কিন্তু ব্রহ্ম জ্ঞানের সম্ভাবনা নাই সুতরাং সাকার উপাসনা কর্ত্তব্য। তাহার উত্তর এই যে,ব্রহ্মজ্ঞান যদি অসম্ভব হইত তবে "আত্মা বাঅরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যোমন্তব্যঃ" "আত্মৈবোপাসীত" এইরূপ শ্রুতি এবং স্মৃতিতে ব্রহ্মজ্ঞান সাধনের প্রেরণা থাকিত না, কেন না অসম্ভব বস্তুর প্রেরণা

শাস্ত্রে হইতে পারে না। আর যদি কহ ব্রহ্ম জ্ঞান অসম্ভব নহে কিন্তু কষ্টসাধ্য বহু যত্নে হয়,ইহার উত্তর এই যে,যে বস্তু বহু যত্নে হয় তাহার সিদ্ধির নিমিত্ত সর্ব্বদা যত্ন আবশ্যক হয়, তাহার অবহেলা কেহ করে না তুমি আপনিই ইহাকে কষ্টসাধ্য কহিতেছ অথচ ইহাতে যত্ন করা দূরে থাকুক ইহার নাম করিলে ক্রোধ কর।

যদি কহ আত্মার উপাসনা শাস্ত্রবিহিত বটে,ও সম্ভবও বটে এবং দেবতাদিগের উপাসনাও শাস্ত্র সম্মত হয়, কিন্তু আত্মার উপাসনা সন্ন্যাসির কর্ত্তব্য আর দেবতার উপাসনা গৃহস্থের কর্ত্তব্য হয়। তাহার উত্তর। এই রূপ আশঙ্কা কদাপি করিতে পারিবে না, যেহেতু বেদে এবং বেদান্ত শাস্ত্রে আর মনু প্রভৃতি স্মৃতিতে গৃহস্থের আত্মোপাসনা কর্ত্তব্য এরূপ অনেক প্রমাণ আছে, তাহার কিঞ্চিৎ লিখিতেছি।

কৃৎস্নভাবাত্তু গৃহিণোপসংহারঃ।
বেদান্তসূত্রং ৩ অধ্যায় ৪ পাদ ৪৮ সূত্র॥

কর্ম্মে আর সমাধিতে উত্তম গৃহস্থের অধিকার আছে॥

যথোক্তান্যপি কর্ম্মাণি পরিহায় দ্বিজোত্তমঃ। আত্ম-
জ্ঞানে শমে চ স্যাদ্বেদাভ্যাসে চ যত্নবান্ ॥
মনুঃ ২২ অধ্যায় ৯২ শ্লোক॥

শাস্ত্রোক্ত যাবৎ কর্ম্ম তাহাকে পরিত্যাগ করিয়াও ব্র-
হ্মোপাসনাতে এবং ইন্দ্রিয় নিগ্রহে আর বেদাভ্যাসে ব্রা-
হ্মণ যত্ন করিবেন॥

ঋষিযজ্ঞং দেবযজ্ঞং ভূতযজ্ঞঞ্চ সর্ব্বদা। নৃযজ্ঞং
পিতৃযজ্ঞঞ্চ যথাশক্তি ন হাপয়েৎ॥ ২১॥
এতানেকে মহাযজ্ঞান্ যজ্ঞশাস্ত্রবিদোজনাঃ। অনীহমা-
নাঃ সততমিন্দ্রিয়েষ্বেব জুহ্বতি॥ ২২॥
বাচ্যেকে জুহ্বতি প্রাণান্ প্রাণে বাচঞ্চ সর্ব্বদা। বাচি
প্রাণে চ পশ্যন্তোযজ্ঞনির্ব্বৃতিমক্ষয়াং॥ ২৩॥
জ্ঞানেনৈবাপরে বিপ্রাযজন্ত্যৈতৈর্ম্মখৈঃ সদা। জ্ঞানমূ-
লাং ক্রিয়ামেষাং পশ্যন্তোজ্ঞানচক্ষুষা॥ ২৪॥
মনুঃ ৪ অধ্যায়॥

ঋষিযজ্ঞ, দেবযজ্ঞ, ভূতযজ্ঞ, নৃযজ্ঞ, পিতৃযজ্ঞ এই পঞ্চ
যজ্ঞকে সর্ব্বদা যথাশক্তি গৃহস্থে ত্যাগ করিবেক না॥

যে সকল গৃহস্থেরা বাহ্য এবং অন্তর যজ্ঞের অনুষ্ঠা-
নের শাস্ত্রকে জানেন, তাঁহারা বাহ্যেতে কোন যজ্ঞাদির
চেষ্টা না করিয়া চক্ষুঃ শ্রোত্র প্রভৃতি যে পাঁচ ইন্দ্রিয় তা-

হার রূপ শব্দ প্রভৃতি পাঁচ বিষয়কে সংযম করিয়া পঞ্চ যজ্ঞকে সম্পন্ন করেন। অর্থাৎ কোন কোন ব্রহ্মজ্ঞানি গৃহস্থেরা বাহ্যেতে পঞ্চ যজ্ঞের অনুষ্ঠান না করিয়া ব্রহ্ম নিষ্ঠার বলেতে ইন্দ্রিয় দমন রূপ যে পঞ্চ যজ্ঞ তাহা করেন ॥ ২২ ॥

কোন কোন ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থ পঞ্চযজ্ঞের স্থানে বাক্যেতে নিশ্বাসের হবন করাকে আর নিশ্বাসেতে বাক্যের হবন করাকে অক্ষয় ফল দায়ক যজ্ঞ জানিয়া সর্ব্বদা বাক্যেতে নিশ্বাসকে আর নিশ্বাসেতে বাক্যকে হবন করিয়া থাকেন অর্থাৎ যখন বাক্য কহা যায় তখন নিশ্বাস থাকে না যখন নিশ্বাসের ত্যাগ করা যায় তখন বাক্য থাকে না, এইহেতু কোন কোন গৃহস্থেরা ব্রহ্মনিষ্ঠার বলের দ্বারা পঞ্চ যজ্ঞ স্থানে শ্বাস নিশ্বাস ত্যাগ · আর জ্ঞানের উপদেশ মাত্র করেন ॥ ২৩ ॥

আর কোন কোন ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থেরা গৃহস্থের প্রতি যে যে যজ্ঞ শাস্ত্রে বিহিত আছে তাহা সকল কেবল ব্রহ্মজ্ঞানের দ্বারা নিষ্পন্ন করেন, অর্থাৎ জ্ঞানচক্ষুর্দ্বারা তাঁহারা জানিতেছেন যে পঞ্চ যজ্ঞাদি সমুদায় ব্রহ্ম মূলক হয়। অর্থাৎ ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থদিগের ব্রহ্মজ্ঞান দ্বারা সমুদায় যজ্ঞ সিদ্ধ হয় ॥ ২৪ ॥

ন্যায়ার্জিতধনস্তত্ত্বজ্ঞাননিষ্ঠোঽতিথিপ্রিয়ঃ। শ্রাদ্ধকৃৎ
সত্যবাদী চ গৃহস্থোঽপি বিমুচ্যতে ॥

যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতিঃ ॥

ন্যায্য কর্ম্ম দ্বারা যে গৃহস্থ ধনের উপার্জন করেন, আর অতিথি সেবাতে তৎপর হয়েন, এবং শ্রদ্ধানুষ্ঠানে রত হয়েন, আর সর্ব্বদা সত্য বাক্য কহেন, এবং আত্মতত্ত্ব ধ্যানেতে আসক্ত হয়েন এমত ব্যক্তি গৃহস্থ হইয়াও মুক্ত হয়েন অর্থাৎ কেবল সন্ন্যাসী হইলেই মুক্ত হয়েন এমত নহে, কিন্তু এরূপ গৃহস্থেরও মুক্তি হয়॥

অতএব স্মৃতি প্রভৃতি শাস্ত্রে গৃহস্থের প্রতি নিত্য নৈমিত্তিকাদি কর্ম্মের যেমন বিধি আছে, সেইরূপ কর্ম্মের অনুষ্ঠান পূর্ব্বক অথবা কর্ম্ম ত্যাগ পূর্ব্বক ব্রহ্মোপাসনারও বিধি আছে; বরঞ্চ ব্রহ্মোপাসনা বিনা কেবল কর্ম্মের দ্বারা মুক্তি হয় না এমত স্থানে স্থানে প্রাপ্ত হইতেছে।

যদি বল ব্রহ্ম অনির্ব্বচনীয় তাঁহার উপাসনা বেদ বেদান্ত এবং স্মৃত্যাদি যাবৎ শাস্ত্রের মতে প্রধান যদি হইল, তবে এতদ্দেশীয় প্রায় সকলে এইরূপ সাকার উপাসনা যাহাকে গৌণ কহিতেছ কেন পরম্পরায় করিয়া আসিতেছেন। ইহার উত্তর বিবেচনা করিলে আপনা হইতেই উপস্থিত হইতে পারে।

তাহার কারণ এই। পণ্ডিত সকল যাঁহারা শাস্ত্রার্থের প্রেরক হইয়াছেন তাঁহারদিগের অনেকেই বিশেষ মতে আত্মনিষ্ঠ হওয়াকে প্রধান ধর্ম্ম রূপে জানিয়া থাকেন, কিন্তু সাকার উপাসনায় যথেষ্ট নৈমিত্তিক কর্ম্ম এবং ব্রত, যাত্রা, মহোৎসব আছে,সুতরাং ইহার বৃদ্ধিতে লাভের বৃদ্ধি, অতএব তাঁহারা কেহ কেহ সাকার উপাসনার প্রেরণা সর্ব্বদা বাহুল্য মতে করিয়া আসিতেছেন; এবং যাঁহারা প্রেরিত অর্থাৎ শূদ্রাদি এবং বিষয় কর্ম্মান্বিত ব্রাহ্মণ তাঁহারদিগের মনের রঞ্জনা সাকার উপাসনায় হয় অর্থাৎ আপনার উপমার ঈশ্বর আর আত্মবৎ সেবার বিধি পাইলে ইহা হইতে অধিক কি তাঁহারদিগের আহ্লাদ হইতে পারে? আর ব্রহ্মোপাসনাতে কার্য্য দেখিয়া কারণে বিশ্বাস করা এবং ইন্দ্রিয়াদিকে যথা উপযুক্ত রূপে নিয়োগ করা,বুদ্ধি চালনার এবং মন সংযত করার অপেক্ষা রাখে

সুতরাং তাহাতে কিঞ্চিৎ শ্রম বোধ হয়,অতএব প্রেরকেরা আপন লাভের কারণ এবং প্রেরিতেরা আলস্য হেতু এবং মনোরঞ্জনের নিমিত্ত এইরূপ নানা প্রকার উপাসনার বাহুল্য করিয়াছেন। কিন্তু কোন লোককে স্বার্থপর জানিলে তাঁহার বাক্যে সুবোধ ব্যক্তিরা বিশেষ বিবেচনা না করিয়া বিশ্বাস করেন না,অতএব আপনার দিগের শাস্ত্র আছে পরমার্থ বিষয়ে কেন না বিবেচনা করিয়া বিশ্বাস করা যায়? এস্থানে এক আশ্চর্য্য এই যে অতি অল্প দিনের নিমিত্ত আর অতি অল্প উপকারে যে যে সামগ্রী আইসে তাহার গ্রহণ অথবা ক্রয় করিবার সময় যথেষ্ট বিবেচনা সকলে করিয়া থাকেন,আর পরমার্থ বিষয় যাহা সকল হইতে অতি উপকারী আর যাহার অত্যন্ত মূল্য হয়,তাহা গ্রহণ করিবার সময়ে শাস্ত্রের দ্বারা কি যুক্তির দ্বারা বিবেচনা করেন না; আপনার বংশের পরম্পরা

মতে কেহ বা আপনার চিত্তের যেমন প্রাশস্ত্য সেইরূপ গ্রহণ করেন, এবং প্রায় কহিয়া থাকেন যে বিশ্বাস থাকিলে অবশ্য উত্তম ফল পাইব। কিন্তু এক জনের অমূলক বিশ্বাস দ্বারা বস্তুর শক্তি বিপরীত হয় না, যেহেতু প্রত্যক্ষ দেখিতেছি যে দুগ্ধের বিশ্বাসে বিষ খাইলে বিষ আপনার শক্তি অবশ্য প্রকাশ করে।

বিশেষ আশ্চর্য্য এই যে যদি কোন ক্রিয়া শাস্ত্র সম্মত এবং সত্য কাল অবধি শিষ্ট পরম্পরা সিদ্ধ হয়, কেবল অল্পকাল কোন কোন দেশে তাহার প্রচারের ত্রুটি জন্মিয়াছে, আর সম্প্রতি তাহার অনুষ্ঠানেতে লৌকিক কোন প্রয়োজন সিদ্ধ না হয় এবং হাস্য আমোদ না জন্মে তাহার অনুষ্ঠান করিতে কহিলে লোকে কহিয়া থাকেন যে পরম্পরা সিদ্ধ নহে কিরূপে ইহা করি? কিন্তু সেই সকল ব্যক্তি পূর্ব্ব শিষ্ট পরম্প-

রার অত্যন্ত বিপরীত এবং শাস্ত্রের সর্ব্ব প্রকারে অন্যথা সামান্য লৌকিক প্রয়োজনীয় শত শত কর্ম্ম করেন, সে সময়ে তাঁহারদিগের মধ্যে কেহ শাস্ত্র এবং পূর্ব্ব পরম্পরার নামও করেন না, যেমন আধুনিক কুলের নিয়ম, যাহা পূর্ব্ব পরম্পরার বিপরীত, এবং শাস্ত্র বিরুদ্ধ। ইংরাজ যাহাকে ম্লেচ্ছ কহেন তাহাকে অধ্যয়ন করান কোন্ শাস্ত্রে আর কোন্ পূর্ব্ব পরম্পরায় ছিল? কাগজ যে সাক্ষাৎ যবনের অন্ন তাহাকে স্পর্শ করা আর তাহাতে গ্রন্থাদি লেখা কোন্ শাস্ত্র বিহিত, আর পরম্পরা সিদ্ধ হয়? ইংরাজের উচ্ছিষ্ট করা আর্দ্র ওয়েফর দিয়া বন্ধ করা পত্র যত্ন পূর্ব্বক হস্তে গ্রহণ করা কোন্ পূর্ব্ব পরম্পরাতে পাওয়া যায়? আপনার বাটীতে দেবতার পূজাতে যাহাকে ম্লেচ্ছ কহেন তাহাকে নিমন্ত্রণ করা আর দেবতা সমীপে আহারাদি করান কোন্ পরম্পরা সিদ্ধ হয়?

এইরূপ নানা প্রকার কর্ম্ম যাহা অত্যন্ত শিষ্ট পরম্পরা বিরুদ্ধ হয়,তাহা প্রত্যহ করা যাইতেছে। আর শুভ সূচক কর্ম্মের মধ্যে জগদ্ধাত্রী রটন্তী ইত্যাদি পূজা, আর মহাপ্রভুর নিত্যানন্দ প্রভুর বিগ্রহ এ কোন্ পরম্পরায় হইয়া আসিতেছিল ; তাহাতে যদি কহ যে এ উত্তম কর্ম্ম শাস্ত্র বিহিত আছে, যদ্যপিও পরম্পরা সিদ্ধ নহে তত্রাপি কর্ত্তব্য বটে। ইহার উত্তর। শাস্ত্র বিহিত উত্তম কর্ম্ম পরম্পরা সিদ্ধ না হইলেও যদি কর্ত্তব্য হয় তবে সর্ব্ব শাস্ত্র সিদ্ধ আত্মোপাসনা যাহা অনাদি পরম্পরা ক্রমে সিদ্ধ আছে কেবল অতি অল্প কাল কোন কোন দেশে ইহার প্রচারের ন্যূনতা জন্মিয়াছে, তাহা কর্ত্তব্য কেন না হয় ?

শুনিতে পাই যে কোন কোন ব্যক্তি কহিয়াথাকেন যে তোমরা ব্রহ্মোপাসক তবে শাস্ত্র প্রমাণে সকল বস্তুকে ব্রহ্ম বোধ করিয়া

পঙ্ক চন্দন শীত উষ্ণ আর চোর সাধু এসক-লকে সমান জ্ঞান কেন না কর? ইহার উত্তর। বশিষ্ঠ, পরাশর, সনৎকুমার, ব্যাস, জনক ইত্যাদি ব্রহ্ম নিষ্ঠ হইয়াও লৌকিক জ্ঞানে তৎপর ছিলেন, আর রাজনীতি, এবং গৃহস্থ ব্যবহার করিয়াছিলেন তাহা যোগ-বাশিষ্ঠ মহাভারতাদি গ্রন্থে স্পষ্ট আছে। অর্জ্জুন যে গৃহস্থ তাঁহাকে ভগবান্ কৃষ্ণ ব্রহ্ম বিদ্যা স্বরূপ গীতার দ্বারা ব্রহ্ম জ্ঞান দিয়া-ছিলেন, এবং অর্জ্জুন ব্রহ্ম জ্ঞান প্রাপ্ত হ-ইয়া লৌকিক জ্ঞান শূন্য না হইয়া বরঞ্চ তাহাতে পটু হইয়া রাজ্যাদি সম্পন্ন করিয়া-ছিলেন। বশিষ্ঠদেব ভগবান্ রামচন্দ্রকে উপদেশ করিয়াছেন।

বহির্ব্যাপারসংরম্ভোহৃদি সঙ্কল্পবর্জিতঃ।
কর্ত্তা বহিরকর্ত্তান্তরেবন্বিহর রাঘব॥
যোগবাশিষ্ঠ্যঃ॥

বাহেতে ব্যাপার বিশিষ্ট হইয়া কিন্তু মনেতে সঙ্কল্প বর্জ্জিত হইয়া আর বাহেতে আপনাকে কর্ত্তা দেখাইয়া আর

অন্তঃকরণে আপনাকে অকর্ত্তা জানিয়া হে রাম লোক যাত্রা নির্ব্বাহ কর॥

রামচন্দ্রও ঐ সকল উপদেশের অনুসারে আচরণ সর্ব্বদা করিয়াছেন। দ্বিতীয় উত্তর এই যে যে ব্যক্তি প্রশ্ন করেন যে তুমি ব্রহ্ম জ্ঞানী শাস্ত্র প্রমাণে সকলকে ব্রহ্ম জানিয়াও খাদ্যাখাদ্য পঙ্ক চন্দন আর শত্রু মিত্রের বিবেচনা কেন কর? সে ব্যক্তি যদি দেবীর উপাসক হয়েন, তবে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা কর্ত্তব্য, যে ভগবতীকে তুমি ব্রহ্মময়ী করিয়া বিশ্বাস করিয়াছ, আর কহিতেছ।

সর্ব্বস্বরূপে সর্ব্বেশে॥

মার্কণ্ডেয়পুরাণে দেবীমাহাত্ম্যং॥

তুমি সর্ব্বস্বরূপ এবং সকলের ঈশ্বরী হও॥

তবে তুমি সকল বস্তুকে ভগবতী জ্ঞান করিয়াও পঙ্ক চন্দন শত্রু মিত্রকে প্রভেদ করিয়া কেন জান? সে ব্যক্তি যদি বৈষ্ণব হয়েন তবে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা কর্ত্তব্য যে তোমার বিশ্বাস এই যে

সর্ব্বং বিষ্ণুময়ং জগৎ ॥
মার্কণ্ডেয় পুরাণং
যাবৎ সংসার বিষ্ণুময় ॥

একাংশেন স্থিতোজগৎ
গীতা ১০ অধ্যায় ৪২ শ্লোক ॥
আমি জগৎকে একাংশেতে ব্যাপিয়া আছি ॥

তবে তুমি বৈষ্ণব হইয়া বিষ্ণুকে সর্ব্বত্র জানিয়াও পঙ্ক চন্দন শত্রু মিত্রের ভেদ কেন কর? এইরূপ সকল দেবতার উপাসকদিগকে জিজ্ঞাসা করিলে যে উত্তর তাঁহারা দিবেন সেই উত্তর প্রায় আমারদিগের পক্ষে হইবেক। আর কোন কোন পণ্ডিতেরা কহিয়া থাকেন যে তোমরা ব্রহ্ম জ্ঞানি কহাও তাহার মত কি কর্ম্ম করিয়া থাক? এ যথার্থ বটে যে যে রূপ কর্ত্তব্য এ ধর্ম্মের তাহা আমারদিগের হইতে হয় না, তাহাতে আমরা সর্ব্বদা সাপরাধ আছি। কিন্তু শাস্ত্রের ভরসা আছে।

পার্থ নৈবেহ নামুত্র বিনাশস্তস্য বিদ্যতে।
ন হি কল্যাণকৃৎ কশ্চিৎ দুর্গতিং তাত গচ্ছতি ॥
গীতা ৬ অধ্যায় ৪০ শ্লোক ॥

যে কোন ব্রহ্ম নিষ্ঠ ব্যক্তি জ্ঞানের অভ্যাসে যথার্থ রূপ যত্ন না করিতে পারেন তাঁহার ইহলোকে পাতিত্য পরলোকে নরকোৎপত্তি হয় না যেহেতু হে অর্জ্জুন শুভকারির কদাপি দুর্গতি জন্মে না॥

কিন্তু ঐ পণ্ডিতদিগকে জিজ্ঞাসা কর্ত্তব্য যে তাঁহারা ব্রাহ্মণের যে যে ধর্ম্ম প্রাতঃকাল অবধি রাত্রি পর্য্যন্ত শাস্ত্রে লিখিয়াছেন, তাহার লক্ষাংশের একাংশও করেন কিনা? বৈষ্ণবের শৈবের এবং শাক্তের যে যে ধর্ম্ম তাহার শতাংশের একাংশও বৈষ্ণবেরা শৈবেরা এবং শাক্তেরা করিয়া থাকেন কি না? যদি এ সকল বিনাও তাঁহারা কেহ ব্রাহ্মণ কেহ বৈষ্ণব কেহ শৈব ইত্যাদি কহাইতেছেন, তবে আমারদিগকে সম্যক্ প্রকারে অনুষ্ঠান করিতে অশক্ত দেখিয়া এরূপ ব্যঙ্গ কেন করেন?

রাজন্ সর্ষপমাত্রাণি পরচ্ছিদ্রাণি পশ্যতি।
আত্মনোবিল্বমাত্রাণি পশ্যন্নপি ন পশ্যতি॥
মহাভারতং॥

পরের ছিদ্র সর্ষপ মাত্র লোকে দেখেন, আপনার ছিদ্র বিল্ব মাত্র হইলেও দেখিয়াও দেখেন না॥

সকলের উচিত যে আপন আপন অনুষ্ঠান যত্ন পূর্ব্বক করেন, সম্পূর্ণ অনুষ্ঠান না করিলে উপাসনা যদি সিদ্ধ না হয়, তবে কাহারও উপাসনা সিদ্ধ হইতে পারে না। কেহ কেহ কহেন যে বিধিবৎ চিত্ত শুদ্ধি না হইলে ব্রহ্মোপাসনায় প্রবৃত্ত হওয়া উচিত নহে। তাহার উত্তর এই যে শাস্ত্রে কহেন যথা বিধি চিত্ত শুদ্ধি হইলেই ব্রহ্ম জ্ঞানের ইচ্ছা হয়, অতএব ব্রহ্মজ্ঞানের ইচ্ছা ব্যক্তিতে দেখিলেই নিশ্চয় হইবেক, যে চিত্ত শুদ্ধি ইহার হইয়াছে; যেহেতু কারণ থাকিলেই কার্য্যের উৎপত্তি হয়, তবে সাধনা, অথবা সৎসঙ্গ, অথবা পূর্ব্ব সংস্কার, অথবা গুরুর প্রসাদ, ইহার মধ্যে কি কারণের দ্বারা চিত্ত শুদ্ধি হইয়াছে, তাহা বিশেষ কি রূপে কহা যায়? অধিকন্তু যাঁহারা এমত প্রশ্ন করেন,

তাঁহারদিগকে জিজ্ঞাসা করা উচিত, যে তন্ত্রে দীক্ষা প্রকরণে লিখিয়াছেন।

শান্তোবিনীতঃ শুদ্ধাত্মা শ্রদ্ধাবান্ ধারণাক্ষমঃ।
সমর্থশ্চ কুলীনশ্চ প্রাজ্ঞঃ সচ্চরিতোযতিঃ॥
এবমাদিগুণৈর্যুক্তঃ শিষ্যোভবতি নান্যথা॥

তন্ত্রং॥

যে ব্যক্তি জিতেন্দ্রিয় হয়, এবং বিনয়ী হয়, সর্ব্বদা শুচি হয়, শ্রদ্ধাযুক্ত হয়, আর ধারণাতে পটু, শক্তিমান্, আচারাদি ধর্ম্ম বিশিষ্ট, সুন্দর বুদ্ধিমান্, সচ্চরিত্র, সংযত হয়, সেই ব্যক্তিই দীক্ষার অধিকারী হয়॥

কিন্তু শিষ্যকে তাঁহারা এইরূপ অধিকারি দেখিয়া মন্ত্র দিয়া থাকেন কি না? যদি আপনারা অধিকারি বিবেচনা উপাসনার প্রকরণে না করেন, তবে অন্যের প্রতি কি বিচারে তাঁহারদিগের এ প্রশ্ন শোভা পায়? ব্যক্তির যাগ যজ্ঞ কর্ম্ম ত্যাগ প্রায় তিন প্রকারে হয়, এক এই যে ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তির কর্ম্ম ত্যাগ পরে পরে হইয়া উঠে, দ্বিতীয় নাস্তিক সুতরাং কর্ম্ম করে না, তৃতীয় কৃতাকৃত শাস্ত্রজ্ঞান রহিত, যেমন অন্ত্যজ জাতি

তাহারা শাস্ত্রের অজ্ঞানতা প্রযুক্ত কোন কর্ম্ম করে না। বেদান্ত শাস্ত্রের ভাষা বিবরণে কিম্বা ইহার ভূমিকাতে কোন স্থানে এমত লেখা নাই, যে নাস্তিকতা করিয়া অথবা শাস্ত্রে অবহেলা করিয়া কর্ম্ম ত্যাগ করিবেক। যদি কোন ব্যক্তি নাস্তিকতা করিয়া অথবা শাস্ত্রে বিমুখ হইয়া এবং আলস্য প্রযুক্ত কর্ম্ম ত্যাগ করে তবে তাহার নিমিত্তে বেদান্তের ভাষা বিবরণের অপরাধ মহৎ ব্যক্তিরা দিবেন না, যেহেতু তাঁহারা দেখিতেছেন, যে ভাষা বিবরণের পূর্ব্বে এ রূপ কর্ম্ম ত্যাগি লোক সকল ছিল। বেদান্তের ভাষা বিবরণে অশাস্ত্র কোন স্থানে লেখা থাকে তবে তাহার প্রতিবাদ করিতে পারেন, এবং অশাস্ত্র প্রমাণ হইলে দোষ দিতে পারেন। তবে দ্বেষ মৎসরতা গ্রস্ত হইয়া নিন্দা করিলে ইহার উপায় নাই। হে পরমাত্মন্ আমারদিগকে দ্বেষ মৎসরতা

অসূয়া এবং পক্ষপাত এসকল পীড়া হইতে মুক্ত করিয়া যথার্থ জ্ঞানে প্রেরণ কর।

---

# মাণ্ডুক্যোপনিষদের ভাষাবিবরণের ভূমিকার চূর্ণক

পূর্ব্বের অথবা সংপ্রতিকের পুণ্যের দ্বারা যে কোন ব্যক্তির ব্রহ্ম তত্ত্বকে জানিতে ইচ্ছা হয়, তাঁহার কর্ত্তব্য এই যে বেদান্ত বাক্যের শ্রবণ ও তাহার অর্থের মনন প্রত্যহ করেন, এবং তদনুসারে জগতের সৃষ্টি স্থিতি ভঙ্গকে দেখিয়া যে এক নিত্য সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্ব শক্তিমান্ কারণ বিনা জগতের এরূপ নানা প্রকার আশ্চর্য্য রচনার সম্ভব হইতে পারে না তাহা জানেন। এবং সেই পরম কারণ যে পরব্রহ্ম তাহাতে দৃঢ় বিশ্বাস করেন। পরমেশ্বর জগতের সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের কর্ত্তা রূপে কেবল বোধগম্য হয়েন, ইহা বেদান্তে কহেন।

যতোবাইমানি ভূতানি জায়ন্তে যেন জাতানি জীবন্তি
যৎ প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব তদব্রহ্মেতি ॥
তৈত্তিরীয় ভৃগুবল্লী শ্রুতিঃ ॥

যাঁহা হইতে বিশ্বের সৃষ্টি স্থিতি ভঙ্গ হইতেছে, তাঁহাকে জানিতে ইচ্ছা কর, তিনি ব্রহ্ম হয়েন ॥

এই রূপে জগতের কারণ এবং ব্রহ্মাণ্ডের ও তাবৎ শরীরের চেষ্টার কারণ যে পরমেশ্বর তাঁহার চিন্তন পুনঃ পুনঃ করিলে সেই ব্যক্তির অবশ্য নিশ্চয় হইবেক, যে এই নাম রূপময় জগৎ কেবল সত্য স্বরূপ পরমেশ্বরকে আশ্রয় করিয়া প্রকাশ পাইতেছে। তিনি আছেন, এই মাত্র জানা যায়, কিন্তু তাঁহার স্বরূপ কোন মতে জানা যায় না। যেমন এই শরীরে জীব সর্ব্বাঙ্গ ব্যাপিয়া আছেন, ইহাতে সকলের বিশ্বাস আছে, কিন্তু জীবের স্বরূপ কি প্রকার হয়, ইহা কেহ জানে না, সেই প্রকার মনের অধিষ্ঠাতা এবং সর্ব্বব্যাপি অথচ ইন্দ্রিয়ের অগোচর পরব্রহ্মের স্বরূপ জানা যায় না।

পরমেশ্বরের স্বরূপ কোন মতেই জানা যায় না ইহা সকল উপনিষদে দৃঢ় করিয়া কহিয়াছেন।

যতোবাচোনিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ।
তৈত্তিরীয ব্রহ্মবল্লী শ্রুতিঃ॥

যে ব্রহ্মের স্বরূপ কথনে বাক্য মনের সহিত অসমর্থ হইয়া নিবৃত্ত হয়েন।

যন্মনসা ন মনুতে যেনাহুর্ম্মনোমতং।
তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে॥
তলবকারশ্রুতিঃ॥

যাঁহার স্বরূপকে মনের দ্বারা লোকে জানিতে পারে না আর যিনি মনকে জানিতেছেন তাঁহাকেই কেবল ব্রহ্ম করিয়া তুমি জান অন্য যে পরিমিত যাহাকে লোক সকল উপাসনা করে সে ব্রহ্ম নহে॥

যে ব্যক্তির ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা হইয়া থাকে সেই ব্যক্তির কর্ত্তব্য এই যে কোন শ্রুতি বা প্রণবের অবলম্বন দ্বারা সর্ব্বগত পরব্রহ্মের উপাসনাতে অনুরক্ত হয়েন। তাহাতে সকল অবলম্বনের মধ্যে প্রণবের অবলম্বনের দ্বারা যে পরমাত্মার উপাসনা তাহা শ্রেষ্ঠ

হয়। অতএব ব্রহ্ম জিজ্ঞাসু ব্যক্তিদিগের প্রতি ওঙ্কারের অবলম্বনের দ্বারা ব্রহ্মোপাসনার বিধি সর্ব্বত্র উপনিষদে আছে।

এতদালম্বনং শ্রেষ্ঠমিত্যাদি॥

কঠশ্রুতিঃ॥

ব্রহ্ম প্রাপ্তির যে যে অবলম্বন আছে তাহার মধ্যে প্রণবের অবলম্বন শ্রেষ্ঠ হয়।

প্রণবোধনুঃ শরোহ্যাত্মা ব্রহ্ম তল্লক্ষ্যমুচ্যতে।

অপ্রমত্তেন বেদ্ধব্যং শরবত্তন্ময়োভবেৎ॥

মুণ্ডকশ্রুতিঃ॥

প্রণবকে ধনুঃ করিয়া আর জীবাত্মাকে শর করিয়া আর পরব্রহ্মকে লক্ষ্য করিয়া কহিয়াছেন, অতএব প্রমাদ শূন্য চিত্তের দ্বারা ঐ লক্ষ্য স্বরূপ পরব্রহ্মেতে শর স্বরূপ জীবাত্মাকে বিদ্ধ করিয়া শরের ন্যায় লক্ষ্যের সহিত মিলিত হইবেক অর্থাৎ প্রণবের অনুষ্ঠানের দ্বারা ক্রমে জীবকে ব্রহ্ম প্রাপ্ত করিবেক॥

ক্ষরন্তি সর্ব্বাবৈদিক্যোজুহোতি যজতি ক্রিয়াঃ।

অক্ষরং ত্বক্ষয়ং জ্ঞেয়ং ব্রহ্ম চৈব প্রজাপতিঃ॥

মনুঃ ২ অধ্যায় ৮৪ শ্লোক॥

বেদোক্ত ক্রিয়া কি হোম কি যাজন সকলই স্বভাবতঃ এবং ফলতঃ নাশকে পাইবে কিন্তু জগতের পতি যে ব্রহ্ম তৎস্বরূপ ওঁ কারের নাশ কদাপি হয় না॥

ওঁতৎসদিতিনির্দ্দেশোব্রহ্মণস্ত্রিবিধঃ স্মৃতঃ। ব্রাহ্মণাস্তেন বেদাশ্চ যজ্ঞাশ্চ বিহিতাঃ পুরা॥

গীতাস্মৃতিঃ ১৭ অধ্যায় ২৩ শ্লোক॥

ওঁকার আর তৎ এবং সৎ এই তিন প্রকার শব্দের দ্বারা ব্রহ্মের নির্দ্দেশ হইয়াছে সৃষ্টির প্রথমে ঐ তিন প্রকারে যে পরমাত্মার নির্দ্দেশ হয় তিনি ব্রাহ্মণ সকলকে বেদ সকলকে ও যজ্ঞ সকলকে নির্ম্মাণ করিয়াছেন।

বিশেষতঃ মাণ্ডুক্যোপনিষদে প্রথম অবধি শেষ পর্য্যন্ত কি রূপে দুর্ব্বলাধিকারি ব্রহ্ম জিজ্ঞাসু ব্যক্তিরা ওঁকারের অবলম্বনের দ্বারা পরব্রহ্মের উপাসনা করিবেন তাহা বিস্তার ও বিশেষ করিয়া কহিয়াছেন। এই উপনিষদের তাৎপর্য্য এই যে জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি, এই তিন অবস্থার অধিষ্ঠাতা এবং সৃষ্টি স্থিতি লয়ের কারণ যে এক অদ্বিতীয় ইন্দ্রিয়ের অগোচর পরমাত্মা, তিনি প্রণবের প্রতিপাদ্য হয়েন। অতএব ওঁকারের অর্থ যে সৃষ্টিস্থিতি লয়ের কারণ চৈতন্য মাত্র পরমাত্মা তাঁহার চিন্তন পুনঃ পুনঃ কর্ত্তব্য, যেহে-

তু বেদান্তে পাওয়া যাইতেছে যে " আত্মা বাঅরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যোমন্তব্যোনিদিধ্যাসিতব্যঃ " ।

আবৃত্তিরসকৃদুপদেশাৎ ॥

বেদান্ত ৪ অধ্যায় ১ পাদ ১ সূত্র ॥

উপাসনার অনুষ্ঠান পুনঃ পুনঃ করিবেক।

জপ্যেনৈব তু সংসিধ্যেৎ ব্রাহ্মণোনাত্র সংশয়ঃ।
কুর্য্যাদন্যন্ন বা কুর্য্যাৎ মৈত্রোব্রাহ্মণউচ্যতে ॥

মনুঃ ২ অধ্যায় ৮৭ শ্লোক ॥

প্রণব জপের দ্বারাই ব্রাহ্মণ মুক্তি পাইবার যোগ্য হয়েন, ইহাতে সংশয় নাই, অন্য বৈদিক কর্ম্ম করুন অথবা না করুন তাহাতে দোষ হয় না, যেহেতু ঐ জপ কর্ত্তা ব্যক্তি সকলের মিত্র হইয়া ব্রহ্মেতে লীন হয়েন ইহা বেদে কহেন ॥

যজ্ঞাদি কর্ম্মকাণ্ডে যেমন স্থান এবং কাল ইত্যাদির নিয়ম আছে সেরূপ নিয়ম সকল আত্মোপাসনায় নাই।

যত্রৈকাগ্রতা তত্রাবিশেষাৎ ॥

বেদান্ত ৪ অধ্যায় ১ পাদ ১১ সূত্র ॥

যে কোন দেশে যে কোন কালে মনের স্থিরতা হয় তথায় উপাসনা করিবেক যেহেতু কর্ম্মের ন্যায় আত্মোপাসনাতে দেশ কাল দিক্ এ সকলের নিয়মই নাই ॥

ব্রহ্মোপাসক সর্ব্বদা কাম ক্রোধ লোভ ইত্যাদির দমনে যত্ন করিবেন এবং নিন্দা অসূয়া ইর্ষ্যা ইত্যাদি যে সকল মানস পীড়া তাহার প্রতীকারের চেষ্টা সর্ব্বদা করিবেন।

শমদমাদ্যুপেতঃ স্যাত্তথাপি তু তদ্বিধেস্তদঙ্গতয়া তেষামবশ্যানুষ্ঠেয়ত্বাৎ॥

বেদান্ত ৩ অধ্যায় ৪ পাদ ২৭ সূত্রং॥

জ্ঞান সাধন করিতে যজ্ঞাদি কর্ম্মের অপেক্ষা করে না, জ্ঞান সাধনের সময় শম দমাদি বিশিষ্ট হইবেক, যেহেতু জ্ঞান সাধনের প্রতি শম দমাদিকে অন্তরঙ্গ করিয়া কহিয়াছেন। অতএব শম দমাদির অনুষ্ঠান অবশ্য কর্ত্তব্য॥

শম অন্তরিন্দ্রিয়ের দমনকে কহি। দম বহিরিন্দ্রিয়ের নিগ্রহকে কহি। সূত্রে যে আদি শব্দ আছে তাহার তাৎপর্য্য উপরতি তিতিক্ষা সমাধান এই তিন হয়। জ্ঞান সাধনের কালে বিহিত কর্ম্মের ত্যাগকে উপরতি কহা যায়। তিতিক্ষা শব্দে সহিষ্ণুতাকে কহি। আলস্য ও প্রমাদকে ত্যাগ করিয়া বুদ্ধি বৃত্তিতে পরমাত্মার চিন্তন করাকে সমাধান

কহি। ভগবান্ মনুও এইরূপ ইন্দ্রিয় নিগ্রহকে আত্মজ্ঞানের অন্তরঙ্গ করিয়া কহিয়াছেন।

যথোক্তান্যপি কর্ম্মাণি পরিহায় দ্বিজোত্তমঃ। আত্মজ্ঞানে শমে চ স্যাদ্বেদাভ্যাসে চ যত্নবান্॥

মনুঃ ১২ অধ্যায় ৯২ শ্লোক॥

শাস্ত্রোক্ত যাবৎ কর্ম্ম তাহাকে পরিত্যাগ করিয়াও ব্রাহ্মণ পরমাত্মোপাসনাতে আর ইন্দ্রিয় নিগ্রহেতে আর প্রণব উপনিষদাদির অভ্যাসেতে যত্ন করিবেক॥

যাহা জ্ঞান সাধনের পূর্ব্বে ও জ্ঞান সাধনের সময় অত্যাবশ্যক এবং যাহা ব্যতিরেকে জ্ঞান সাধন হয় না তাহা উপনিষদে দৃঢ় করিয়া কহিয়াছেন।

সত্যমায়তনং॥

কেনশ্রুতিঃ॥

জ্ঞানের আলয় সত্য হইয়াছেন অর্থাৎ সত্য বিনা উপনিষদের অর্থ স্ফূর্ত্তি হয় না॥

অশ্বমেধসহস্রঞ্চ সত্যঞ্চ তুলয়া ধৃতং। অশ্বমেধসহস্রান্তু সত্যমেকং বিশিষ্যতে॥

মহাভারতং॥

এক সহস্র অশ্বমেধ আর এক সত্য এ দুয়ের মধ্যে কে ন্যূন কে অধিক ইহা বিবেচনা করিয়াছিলেন তাহাতে এক সহস্র অশ্বমেধ অপেক্ষা এক সত্য গুরুতর হইলেন॥

অতএব ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তি সত্য বাক্যের অনুষ্ঠান সর্ব্বদা করিবেন। ব্রহ্মোপাসকেরা এক সর্ব্বব্যাপি অতীন্দ্রিয় পরমেশ্বর ব্যতিরেকে অন্য কাহা হইতেও কদাপি ভয় রাখিবেন না।

আনন্দং ব্রহ্মণোবিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন॥

তৈত্তিরীয়োপনিষৎ ব্রহ্মবল্লী॥

আনন্দ স্বরূপ পরমাত্মাকে জানিলে কাহা হইতেও ভীত হয়েন না॥

যোব্রহ্মাণং বিদধাতি পূর্ব্বং যোবৈ বেদাংশ্চ প্রহিণোতি তস্মৈ। তংহ দেবমাত্মবুদ্ধিপ্রকাশং মুমুক্ষুর্বৈ শরণমহং প্রপদ্যে॥

শ্বেতাশ্বতরঃ॥

যে পরমাত্মা সৃষ্টির প্রথমতঃ ব্রহ্মাকে উৎপন্ন করিয়াছেন এবং ব্রহ্মার অন্তঃকরণে যিনি সকল বেদার্থকে প্রকাশিত করিয়াছেন সেই প্রকাশ স্বরূপ সকলের বুদ্ধির অধিষ্ঠাতা পর ব্রহ্মের শরণাপন্ন হই, যেহেতু আমি মুক্তির প্রার্থনা করি।

ন তস্য কশ্চিৎ পতিরস্তি লোকে ন চেশিতা নৈব চ তস্য লিঙ্গং। সকারণং করণাধিপাধিপোন চাস্য কশ্চিজ্জনিতা ন চাধিপঃ॥

শ্বেতাশ্বতরঃ॥

পরব্রহ্মের পালন কর্ত্তা এবং তাঁহার শাসন কর্ত্তা অন্য কেহ নাই ও তাঁহার শরীর এবং ইন্দ্রিয় নাই তিনি বিশ্বের কারণ এবং জীবের অধিপতি হয়েন আর তাঁহার কেহ জনক এবং প্রভু নাই।

তমীশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরং তং দেবতানাং পরমঞ্চ দৈবতং। পতিং পতীনাং পরমং পরস্তাৎ বিদাম দেবং ভুবনেশমীড্যং॥

শ্বেতাশ্বতরঃ॥

যত ঈশ্বর আছেন তাঁহারদিগের পরম মহেশ্বর সেই পরমাত্মা হয়েন আর যত দেবতা আছেন তাঁহারদিগের তিনি পরম দেবতা হয়েন আর যত প্রভু আছেন তাঁহারদিগের তিনি প্রভু আর সকল উত্তমের তিনি উত্তম হয়েন। অতএব সেই জগতের ঈশ্বর ও সকলের স্তবনীয় প্রকাশ স্বরূপ পরমাত্মাকে আমরা জানিতে ইচ্ছা করি॥

## বর্ণাশ্রমাচার বিনাও জ্ঞানের সাধন হইতে পারে।

অন্তরা চাপি তু তদ্দৃষ্টেঃ॥

বেদান্ত ৩ অধ্যায় ৪ পাদ ৩৬ সূত্রং॥

বর্ণাশ্রমাচার হীন ব্যক্তিরও ব্রহ্ম জ্ঞান সাধনে অধিকার আছে রৈক্য বাচক্নবী প্রভৃতি যাঁহারা অর্ণাশ্রমি ছিলেন তাঁহারদিগেরও জ্ঞানোৎপত্তি হইয়াছে এমত বেদে দেখা যাইতেছে।

## নাম রূপ বিশিষ্ট অন্যকে পরমাত্মা বোধ করিয়া আরাধনা সর্ব্বদা অকর্ত্তব্য।

আত্মেত্যেবোপাসীত॥

বৃহদারণ্যকশ্রুতিঃ॥

কেবল পরমাত্মারই উপাসনা করিবেক।

আত্মানমেব লোকমুপাসীত॥

বৃহদারণ্যকশ্রুতিঃ॥

জ্ঞান স্বরূপ পরমাত্মারই উপাসনা করিবেক॥

তস্য হ ন দেবাশ্চ নাভূত্যা ঈশতে আত্মা হেষাং স ভবতি যোঽন্যাং দেবতামুপাস্তে অন্যোঽসাবন্যোঽহমস্মি ন সবেদ যথা পশুরেবং সদেবানাং॥

বৃহদারণ্যকশ্রুতিঃ॥

ব্রহ্ম নিষ্ঠ ব্যক্তির অনিষ্ট করিতে দেবতারাও পারেন না যেহেতু সেই ব্যক্তি দেবতাদিগেরও আরাধ্য হয় আর যে কোন ব্যক্তি আত্মা ভিন্ন অন্য কোন দেবতার উপাসনা করে আর কহে যে এই দেবতা অন্য প্রকার আমি অন্য প্রকার হই সে অজ্ঞান ব্যক্তি দেবতাদিগের পশু মাত্র হয়॥

## নাম রূপ বিশিষ্টকে ব্রহ্ম করিয়া বর্ণন

যেখানে দেখিবেন সেই বর্ণনকে কল্পনা মাত্র জানিবেন ।

ব্রহ্মদৃষ্টিরুৎকর্ষাৎ ॥

বেদান্ত ৪ অধ্যায় ১ পাদ ৫ সূত্রং ॥

আদিত্যাদি য়াবৎ নাম রূপেতে ব্রহ্মের আরোপ করিতে পারে কিন্তু ব্রহ্মেতে আদিত্যাদির কল্পনা করিবেক না যেহেতু আদিত্যাদি যাবৎ নাম রূপ হইতে সদ্রূপ পরব্রহ্ম উৎকৃষ্ট হয়েন যেমন লোকেতে আরোপিত করিয়া রাজার দাস বর্গের প্রতি রাজবুদ্ধি করিতে পারে কিন্তু রাজাতে দাস বুদ্ধি করিবেক না।

নাম রূপ উপাধি বিশিষ্টের উপাসনা করিয়া মুক্ত হইবার বাসনা কদাপি করিবেন না যেহেতু আত্ম জ্ঞান বিনা মুক্ত হইবার অন্য কোন উপায় নাই ।

নান্যঃ পন্থাবিদ্যতেঽয়নায় ॥

শ্রুতিঃ ॥

অসূর্য্যানাম তে লোকাঃ অন্ধেন তমসাবৃতাঃ। তাংস্তে প্রেত্যাভিগচ্ছন্তি যে কে চাত্মহনোজনাঃ ॥

বাজসনেয়সংহিতোপনিষৎ ॥

অসূর্য্য লোক সকল যাহা অজ্ঞান রূপ অন্ধকারে আবৃত আছে সেই সকল লোককে আত্ম ঘাতি অর্থাৎ আত্ম জ্ঞান

রহিত ব্যক্তি সকল শুভাশুভ কর্ম্মানুসারে এই শরীরকে ত্যাগ করিয়া প্রাপ্ত হয়েন অর্থাৎ শুভ কর্ম্ম করিলে উত্তম লোককে পায়েন আর অশুভ কর্ম্ম করিলে অধম লোককে পায়েন এইরূপে ভ্রমণ করেন মুক্তি প্রাপ্ত হয়েন না॥

ইহ চেদবেদীদথ সত্যমস্তি ন চেদিহাবেদীন্মহতী বিনষ্টিঃ॥

তলবকারশ্রুতিঃ॥

এই মনুষ্য দেহেতে ব্রহ্মকে পূর্ব্বোক্ত প্রকারে যে ব্যক্তি জানে তাহার ইহ লোকে প্রার্থনীয় সুখ আর পরলোকে মোক্ষ এই দুই সত্য হয় আর এই মনুষ্য শরীরে পূর্ব্বোক্ত প্রকারে ব্রহ্মকে যে না জানে তাহার অত্যন্ত ঐহিক পারত্রিক ক্লেশ হয়।

যে কোন বস্তু চক্ষুর্গোচর হয় সে অনিত্য এবং অস্থায়ী ও পরিমিত অতএব পরমাত্মা রূপ বিশিষ্ট হইয়া চক্ষুর্গোচর হয়েন এমত অপবাদ দিবেন না আর তাঁহার জন্ম হইয়াছে এমত অপবাদ ও দিবেন না তাঁহার কাম, ক্রোধ,লোভ,মোহ আছে এবং তিনি স্ত্রী সংগ্রহ ও যুদ্ধ বিগ্রহাদি করেন এমত অপবাদ ও দিবেন না।

নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং শান্তং নিরবদ্যং নিরঞ্জনং ॥

শ্বেতাশ্বতরঃ ॥

অবয়ব শূন্য ব্যাপার রহিত রাগ দ্বেষ শূন্য নিন্দা রহিত এবং উপাধি শূন্য পরমেশ্বর হয়েন ॥

অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ং তথারসং নিত্যমগন্ধবচ্চ যৎ ॥

কঠোপনিষৎ ৩ বল্লী ১৫ শ্রুতিঃ ॥

পরব্রহ্মেতে শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ এ সব গুণ নাই তিনি হ্রাস বৃদ্ধি শূন্য নিত্য হয়েন ॥

তে যদন্তরা তদ্ব্রহ্ম ।

ছান্দোগ্য শ্রুতিঃ ।

নাম রূপের ভিন্ন ব্রহ্ম হয়েন ॥

অরূপবদেব হি তৎপ্রধানত্বাৎ ॥

বেদান্ত ৩ অধ্যায় ৩ পাদ ১৪ সূত্রং ॥

ব্রহ্ম কোন প্রকারে রূপ বিশিষ্ট নহেন যেহেতু নির্গুণ প্রতিপাদক শ্রুতির সর্ব্বথা প্রাধান্য হয়।

## প্রতিমাদিতে পরমেশ্বরের উপাসনা ব্রহ্ম জ্ঞানিরা করিবেন না।

ন তস্য প্রতিমা অস্তি ॥

শ্বেতাশ্বতর শ্রুতিঃ ॥

সেই পরমেশ্বরের প্রতিমা নাই।

সযোঽন্যমাত্মনঃ প্রিয়ং ব্রুবাণং ব্রূয়াৎ প্রিয়ং রোৎ-
স্যতীতি ঈশ্বরোহ তথৈব স্যাৎ ॥

বৃহদারণ্যক শ্রুতিঃ॥

যে ব্যক্তি পরমাত্মা অপেক্ষা অন্যকে প্রিয় বলিয়া বলে, তাহাকে যে ব্রহ্মোপাসক বলেন, যে তোমার যে প্রিয়, সে বিনাশ পাইবে, তাঁহার এ প্রকার বলিবার অধিকার আছে; বাস্তবিকও তিনি যাহা বলেন তাহাই হয়।

## যে স্থলে সোপাধি উপাসনার বিধান আছে তাহাকে অপরা বিদ্যা করিয়া জানিবেন।

দ্বে বিদ্যে বেদিতব্যে ইতি হ স্ম যদ্ব্রহ্মবিদোব-
দন্তি পরা চৈবাপরা চ তত্রাপরা ঋগ্বেদোযজুর্ব্বেদঃ
সামবেদোঽথর্ব্ববেদঃ শিক্ষা কল্পোব্যাকরণং নি-
রুক্তং ছন্দোজ্যোতিষমিতি অথ পরা যযা তদক্ষর-
মধিগম্যতে যত্তদদ্রেশ্যমগ্রাহ্যমিত্যাদি॥

মুণ্ডকোপনিষৎ ১ খণ্ড ৪ শ্রুতিঃ॥

বিদ্যা দুই প্রকার হয় জানিবে। ব্রহ্ম জ্ঞানিরা কহেন এক পরা বিদ্যা দ্বিতীয় অপরা বিদ্যা হয় তাহার মধ্যে ঋগ্বেদ যজুর্ব্বেদ সামবেদ অথর্ব্ববেদ শিক্ষা কল্প ব্যাকরণ নিরুক্ত ছন্দঃ আর জ্যোতিষ এ সকল অপরা বিদ্যা হয়, আর পরা বিদ্যা তাহাকে কহি যাহার দ্বারা অক্ষয় অদৃশ্য ইন্দ্রিয়ের অগোচর যে পরব্রহ্ম তাঁহাকে জানা যায়।

শ্রেয়শ্চ প্রেয়শ্চ মনুষ্যমেতস্তৌ সম্পরীত্য বি-
বিনক্তি ধীরঃ। শ্রেয়োহি ধীরোভিপ্রেয়সোবৃণীতে
প্রেয়োমন্দোযোগক্ষেমাদ্বৃণীতে॥

কঠোপনিষৎ ২ বল্লী॥

শ্রেয়ঃ আর প্রেয়ঃ মনুষ্যকে প্রাপ্ত হয়েন, এই দুই-কে প্রাপ্ত হইয়া ইহার মধ্যে কে উত্তম কে অধম ইহা ধীর ব্যক্তি বিবেচনা করিয়া প্রেয়ের অনাদর পূর্ব্বক শ্রেয়কে আশ্রয় করেন, আর মন্দ ব্যক্তি শরীরের সুখ নিমিত্তে প্রেয়কে অবলম্বন করেন॥

তস্মাদিত্যাদিকং কর্ম্ম লোকরঞ্জনকারণং। মো-
ক্ষস্য কারণং বিদ্ধি তত্ত্বজ্ঞানং কুলেশ্বরি॥

কুলার্ণবঃ ১ উল্লাসঃ॥

অতএব এ সকল কর্ম্ম লোক রঞ্জনের কারণ হয় কিন্তু হে দেবি মোক্ষের কারণ তত্ত্বজ্ঞানকে জানিবে॥

আহারসংযমক্লিষ্টা যথেষ্টাহারতুন্দিলাঃ। ব্রহ্ম-
জ্ঞানবিহীনাশ্চ নিষ্কৃতিং তে ব্রজন্তি কিং॥

মহানির্ব্বাণতন্ত্রং॥

যাঁহারা আহার নিয়মের দ্বারা শরীরকে ক্লিষ্ট করেন কিম্বা যাঁহারা যথেষ্ট আহার দ্বারা শরীরকে পুষ্ট করেন তাঁহারা যদি ব্রহ্ম জ্ঞান হইতে বিমুখ হয়েন তবে কি নিষ্কৃতি পাইতে পারেন; অর্থাৎ তাঁহারদিগের কদাপি নিষ্কৃতি হয় না॥

গৃহস্থ যে ব্রহ্মোপাসক তাঁহারদিগের বিশেষ ধর্ম্ম এই যে পুত্র ও আত্মীয়বর্গকে জ্ঞানোপদেশ করেন এবং জ্ঞানির নিকট যাইয়া জ্ঞান শিক্ষার নিমিত্ত যত্ন করেন।

আচার্য্যকুলাৎ বেদমধীত্য যথাবিধানৎ গুরোঃ কর্ম্মাতিশেষেণাভিসমাবৃত্য কুটুম্বে শুচৌ দেশে স্বাধ্যায়মধীয়ানঃ ধার্ম্মিকান্ বিদধদাত্মনি সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি সংপ্রতিষ্ঠাপ্যাহিংসন্ সর্ব্বাভূতান্যন্যত্র তীর্থেভ্যঃ সখল্বেবং বর্ত্তযন্ যাবদায়ুষং ব্রহ্মলোকমভিসম্পদ্যতে ন চ পুনরাবর্ত্ততে ন চ পুনরাবর্ত্ততে॥

ছান্দোগ্য শ্রুতিঃ॥

গুরু শুশ্রূষা করিয়া যে কাল অবশিষ্ট থাকিবেক সেই কালে যথাবিধি নিয়ম পূর্ব্বক আচার্য্যের নিকটে অর্থ সহিত বেদাধ্যয়ন করিয়া গুরুকুল হইতে নিবৃত্ত হইয়া বিবাহ করিবেক পরে গৃহাশ্রমে থাকিয়া পবিত্র স্থানে যথাবিধি অবস্থিতি করিয়া বেদাধ্যয়ন পূর্ব্বক পুত্র ও শিষ্যদিকে জ্ঞানোপদেশ করিতে থাকিবেক, এবং পরমাত্মাতে সকল ইন্দ্রিয়কে সংযোগ করিয়া আবশ্যকতা ব্যতিরেকে হিংসা করিবেক না এই প্রকারে মৃত্যু পর্য্যন্ত এইরূপ কর্ম্ম করিয়া ব্রহ্ম লোক প্রাপ্তি পূর্ব্বক পর ব্রহ্মেতে লীন হয় তাহার পুনর্ব্বার জন্ম হয় না।

শৌনকোহ বৈ মহাশালোঽঙ্গিরসং বিধিবদুপস-

স্নঃ পপ্রচ্ছ কিস্মিন্নু ভগবোবিজ্ঞাতে সর্ব্বমিদং বি-
জ্ঞাতং ভবতীতি ॥

মুণ্ডকোপনিষৎ ১ খণ্ড ২শ্রুতিঃ॥

মহা গৃহস্থ যে শৌনক তিনি ভরদ্বাজের শিষ্য যে অঙ্গিরা মুনি তাঁহার নিকটে বিধি পূর্ব্বক গমন করিয়া প্রশ্ন করিলেন যে কাহাকে জানিলে হে ভগবান্ সকলকে জানা যায়।

এইরূপ ছান্দোগ্য প্রভৃতি উপনিষদে অনেক আখ্যায়িকাতে পাইবেন, যে ব্রহ্ম নিষ্ঠ গৃহস্থ সকল অন্য হইতে উপদেশ লইয়াছেন, এবং অন্যকে জ্ঞানোপদেশ করিয়াছেন।

তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া। উপ-
দেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ ॥

গীতা ৪ অধ্যায় ৩৪ শ্লোক

হে অর্জ্জুন সেই জ্ঞানকে তুমি জ্ঞানির নিকটে যাইয়া প্রণিপাত এবং প্রশ্ন ও সেবার দ্বারা জানিবে সেই তত্ত্বদর্শি জ্ঞানি সকল তোমাকে সেই জ্ঞানের উপদেশ করিবেন।

ব্রহ্মকে আমি জানিব এই ইচ্ছা যখন যে ব্যক্তির হইবেক তখন নিশ্চয় জানিবেন যে সা-

ধন চতুষ্টয় সে ব্যক্তির ইহ জন্মে অথবা পূর্ব্ব জন্মে অবশ্যই হইয়াছে।

ঐহিকমপ্যপ্রস্তুতপ্রতিবন্ধে তদ্দর্শনাৎ ॥
বেদান্ত ৩অধ্যায় ৪ পাদ ৫১ সূত্রং ॥

যদি প্রতিবন্ধক না থাকে তবে যে জন্মে সাধন চতুষ্টয়ের অনুষ্ঠান করে সেই জন্মেতেই জ্ঞানের উৎপত্তি হয় আর যদি প্রতিবন্ধক থাকে তবে জন্মান্তরে জ্ঞান হয় যে হেতু বেদে কহিতেছেন যে গর্ভস্থিত বামদেবের জ্ঞান জন্মিয়াছে আর গর্ভস্থিত ব্যক্তির সাধন চতুষ্টয় পূর্ব্বজন্ম ব্যতিরেকে ইহ জন্মে সম্ভাবিত নহে।

জ্ঞান দাতা গুরুতে অতিশয় শ্রদ্ধা রাখিবেন কিন্তু শাস্ত্রে কাহাকে গুরু কহেন তাহা আদৌ জানা কর্ত্তব্য হয় যেহেতু প্রথমতঃ স্বর্ণ না জানিলে স্বর্ণের যত্ন করিতে কহা বৃথা হয়।

তদ্বিজ্ঞানার্থং সগুরুমেবাভিগচ্ছেৎ সমিৎপাণিঃ
শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠং।

মুণ্ডকোপনিষৎ ১ খণ্ড ১২ শ্রুতিঃ॥

জ্ঞানাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তি ব্রহ্মকে জানিবার নিমিত্ত বিধি পূর্ব্বক বেদজ্ঞাতা ব্রহ্মজ্ঞানি গুরুর নিকটে যাইবেক।

এবং গুরুর প্রণাম মন্ত্রেই গুরু কি রূপ

হয়েন তাহা ব্যক্তই আছে তাহাতে মনোযোগ করিবেন।

অখণ্ডমণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরং। তৎ পদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥

বিভাগ রহিত চরাচর ব্যাপী যে ব্রহ্মতত্ত্ব তাঁহাকে যিনি উপদেশ করিয়াছেন সেই গুরুকে প্রণাম করি॥

কিন্তু চরাচরের একদেশস্থ আকাশের অন্তর্গত পরিমিতকে যিনি উপদেশ করেন তাঁহাতে ঐ লক্ষণ যায় কি না ইহা কেন না বিবেচনা করেন?

গুরবোবহবঃ সন্তি শিষ্যবিত্তাপহারকাঃ। দুর্ল্লভঃ সদ্গুরুর্দ্দেবি শিষ্যসন্তাপহারকঃ॥

তন্ত্রং॥

শিষ্যের বিত্তকে হরণ করেন এমত গুরু অনেক আছেন কিন্তু এমত গুরু দুর্ল্লভ যিনি শিষ্যের সন্তাপ অর্থাৎ অজ্ঞানতাকে দূর করেন।

ব্রহ্মোপাসক ব্যক্তিরা জ্ঞান সাধনের সময় এবং জ্ঞানোৎপত্তি হইলে পরেও লৌকিক তাবৎ ব্যাপারকে যথাবিহিত নিষ্পন্ন করিবেন। গুরুলোকের তুষ্টি এবং আত্ম

রক্ষা ও পরোপকার যথা সাধ্য করিবেন। ইন্দ্রিয়ের নিগ্রহ অর্থাৎ ইন্দ্রিয় সকল বলবান্ হইয়া যাহাতে আপনার ও পরের পীড়া জন্মাইতে না পারে এমত যত্ন সর্ব্বদা করিবেন কিন্তু অন্তঃকরণে সর্ব্বদা জানিবেন যে এই প্রপঞ্চময় জগতের ভিন্ন ভিন্ন পদার্থ সকল কেবল সদ্রূপ পরমাত্মাকে আশ্রয় করিয়া প্রকাশ পাইতেছে।

বহির্ব্যাপারসংরম্ভোহৃদি সংকল্পবর্জিতঃ।
কর্ত্তা বহিরকর্ত্তান্তরেবং বিহর রাঘব॥
যোগবাশিষ্ঠঃ॥

বাহেতে ব্যাপার বিশিষ্ট হইয়া কিন্তু মনেতে সংকল্প বর্জিত হইয়া আর বাহেতে আপনাকে কর্ত্তা দেখাইয়া আর অন্তঃকরণে আপনাকে অকর্ত্তা জানিয়া হে রাম লোক যাত্রা নির্ব্বাহ কর।

# মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের ভট্টাচার্য্যের সহিত বিচারের চূর্ণক

ভট্টাচার্য্য আপনার গ্রন্থের প্রথম পত্রে লেখেন যে এ গ্রন্থ কোন ব্যক্তির কাল্পনিক বাক্যের খণ্ডনের জন্যে লেখা যাইতেছে এমত কেহ যেন মনে না করেন কিন্তু বেদান্ত শাস্ত্রে লোকের অনাস্থা না হয় কেবল এই নিমিত্তে বেদান্ত শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত সঙ্ক্ষেপে লেখা গেল, এবং ভট্টাচার্য্য ঐ গ্রন্থের সমাপ্তিতে তাহার নাম বেদান্তচন্দ্রিকা রাখিয়াছেন। ইহাতে এই সমূহ আশঙ্কা আমারদিগের হইতেছে যে যে ব্যক্তি বেদান্ত শাস্ত্রের মত পূর্ব্ব হইতে না জানেন এবং ভট্টাচার্য্যের পাণ্ডিত্যে বিশ্বাস রাখেন তিনি

বেদান্তের মত জানিবার নিমিত্ত ঐ গ্রন্থ পাঠ করিতে পারেন তখন সুতরাং দেখিবেন যে বেদান্তচন্দ্রিকার প্রথম শ্লোকে কলিকালীয় তাবৎ ব্রহ্মবাদির উপহাসের দ্বারা মঙ্গলাচরণ করিয়াছেন এবং পরে পরে "অশ্বচিকিৎসা" "গোপের শ্বশুরালয় গমন" "ইতোভ্রষ্টস্ততোনষ্টঃ" "চালে ফলতি কুষ্মাণ্ডং" "হাটারি বাজারি কথা নয়" "রোজা নমাজ" ইত্যাদি নানা প্রকার ব্যঙ্গ ও দুর্ব্বাক্য কথনের দ্বারা গ্রন্থকে পরিপূর্ণ করিয়াছেন ইহাতে ঐ পাঠ কর্ত্তার চিত্তে সন্দেহ হইতে পারে যে সে বেদান্ত কেমন পরমার্থ শাস্ত্র যাহার চন্দ্রিকাতে এই সকল ব্যঙ্গ বিদ্রূপ দুর্ব্বাক্য লেখা দেখিতেছি, যে গ্রন্থের সঙ্ক্ষেপ চন্দ্রিকা এই রূপ হয় তাহার মূল গ্রন্থ বা কি প্রকার হইবেক? কিন্তু সেই ব্যক্তি যদি সুবোধ হয়েন তবে অবশ্যই বিবেচনা করিবেন যে প্রসিদ্ধ রূপে

শুনা যায় বেদান্ত শাস্ত্রের উপদেশ এই যে কীট পর্য্যন্তকেও ঘৃণা করিবেক না কিন্তু এ বেদান্তচন্দ্রিকাতে তাহার বিপরীত দেখা যাইতেছে অতএব তিনি বেদান্তে অশ্রদ্ধা না করিয়া চন্দ্রিকাকেই অপ্রামাণ্য করিবেন।

আমারদিগের সম্বন্ধে যে ব্যঙ্গ বিদ্রূপ দুর্ব্বাক্য ভট্টাচার্য্য লিখিয়াছেন তাহার উত্তর না দিবার কারণ আদৌ এই যে পরমার্থ বিষয় বিচারে অসাধু ভাষা এবং দুর্ব্বাক্য কথন সর্ব্বথা অযুক্ত হয়, দ্বিতীয়তঃ আমারদিগের এমত রীতিও নহে যে দুর্ব্বাক্য কথন বলের দ্বারা লোকেতে জয়ি হই, অতএব ভট্টাচার্য্যের দুর্ব্বাক্যের উত্তর প্রদানে আমরা অপরাধি রহিলাম।

ভট্টাচার্য্য বেদান্তচন্দ্রিকাতে লেখেন যে পরমাত্মার দেহ আছে। পরমাত্মাকে দেহ বিশিষ্ট বলাতে প্রথমতঃ সকল বেদকে

তুচ্ছ করা হয়। তাহার কারণ এই। বেদান্ত সূত্রে স্পষ্ট কহিতেছেন।

অরূপবদেব হি তৎপ্রধানত্বাৎ ॥

বেদান্ত ৩ অধ্যায় ২ পাদ ১৪ সূত্রং ॥

ব্রহ্ম কোন মতে রূপ বিশিষ্ট নহেন যেহেতু নির্গুণ প্রতিপাদক শ্রুতির সর্ব্বথা প্রাধান্য হয় ॥

তে যদন্তরা তদ্ব্রহ্ম ॥

ছান্দোগ্য শ্রুতিঃ ॥

ব্রহ্ম নাম রূপের ভিন্ন হয়েন ॥

আহ হি তন্মাত্রং ॥

বেদান্ত ৩ অধ্যায় ২ পাদ ১৬ সূত্রং ॥

বেদেতে ব্রহ্মকে চৈতন্য মাত্র করিয়া কহিয়াছেন ॥

সাক্ষাৎ শ্রুতির মধ্যেও প্রাপ্ত হইতেছে।

অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়মিত্যাদি ॥

কঠোপনিষৎ ৩ বল্লী ১৫ শ্রুতিঃ ॥

সবাহ্যাভ্যন্তরোহজঃ।

মুণ্ডকোপনিষৎ ১খণ্ড ২ শ্রুতিঃ ॥

তলবকারোপনিষদের চতুর্থ মন্ত্র অবধি অষ্টম মন্ত্র পর্য্যন্ত এই দৃঢ় করিয়া বারম্বার কহিয়াছেন যে বাক্য মনঃ চক্ষুঃ ইত্যাদির অগোচর যিনি তিনিই ব্রহ্ম হয়েন, উপাধি

বিশিষ্ট যাহাকে লোকে উপাসনা করে সে ব্রহ্ম নহে, এবং ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য তলবকার উপনিষদের ভাষ্যেতে চতুর্থ মন্ত্রের অবতরণিকাতে স্পষ্টই কহিয়াছেন যে লোক প্রসিদ্ধ বিষ্ণু মহেশ্বর ইন্দ্র প্রাণ ইত্যাদি ব্রহ্ম নহেন কিন্তু ব্রহ্ম কেবল চৈতন্য মাত্র হয়েন। ব্রহ্ম রূপ বিশিষ্ট কদাপি নহেন ইহাতে বেদের এবং বেদান্ত সূত্রের কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ প্রমাণ লেখা গেল ইহার কারণ এই, ভট্টাচার্য্য বেদ শাস্ত্রে ও ব্যাসাদি মুনিদিগের বাক্যে ও ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের বাক্যে প্রামাণ্য রাখেন এমত তাঁহার লিপির স্থানে স্থানে পাওয়া যায়। ব্রহ্মকে রূপ বিশিষ্ট কহা সর্ব্বথা বেদ সম্মত যুক্তিরও বিরুদ্ধ, কারণ যখন মূর্ত্তি স্বীকার কি ধ্যানে কি প্রত্যক্ষে করিবে সে যদি অত্যন্ত বৃহদাকার হয় তথাপি আকাশের মধ্য গত হইয়া পরিমিত এবং আকাশের ব্যাপ্য অবশ্যই

হইবেক, কিন্তু ঈশ্বর সর্ব্ব ব্যাপী হয়েন কোন মতে পরিমিত এবং কাহারও ব্যাপ্য নহেন। ভট্টাচার্য্য যদি কহেন ব্রহ্ম বস্তুতঃ অমূর্ত্তি বটেন কিন্তু তাঁহার সর্ব্ব শক্তি আছে, অতএব তিনি আপনাকে সমূর্ত্তি করিতে পারেন। ইহার উত্তর এই, জগতের সৃষ্ট্যাদি বিষয়ে ব্রহ্ম সর্ব্ব শক্তিমান্ বটেন কিন্তু তাঁহার আপনার স্বরূপের নাশ করিবার শক্তি তাঁহার আছে এমত স্বীকার করিলে জগতের ন্যায় ব্রহ্ম হইতে ব্রহ্মের নাশ হওনের সম্ভাবনা সুতরাং স্বীকার করিতে হয়, কিন্তু যাহার নাশ সম্ভব সে ব্রহ্ম নহে অতএব জগতের বিষয়ে ব্রহ্ম সর্ব্ব শক্তিমান্ হয়েন আপনার স্বরূপের নাশে শক্তিমান্ নহেন। এই নিমিত্তেই স্বভাবতঃ অমূর্ত্তি ব্রহ্ম কদাপি সমূর্ত্তি হইতে পারেন না; যেহেতু সমূর্ত্তি হইলে তাঁহার স্বরূপের বিপর্য্যয় অর্থাৎ পরিমাণ এবং আকাশাদির

ব্যাপ্যত্ব ইত্যাদি ঈশ্বরের বিরুদ্ধ ধর্ম্ম সকল তাঁহাতে উপস্থিত হইবেক। কি রূপে এখানকার পণ্ডিতেরা লৌকিক কিঞ্চিৎ লাভের নিমিত্তে তাঁহাকে পরিচ্ছিন্ন বিনাশ যোগ্য মূর্ত্তিমান্ কহিতে সাহস করিয়া ব্রহ্ম স্বরূপে আঘাত করিতে উদ্যত হয়েন? ইহা হইতে অধিক আশ্চর্য্য অন্য আর কি আছে যে ইন্দ্রিয় হইতে পর যে মন, মন হইতে পর যে বুদ্ধি, বুদ্ধি হইতে পর যে পরমাত্মা, তাঁহাকে বুদ্ধির অধীন যে মন, সেই মনের অধীন যে পঞ্চেন্দ্রিয়, তাহার মধ্যে এক ইন্দ্রিয় যে চক্ষু, সেই চক্ষুর গোচর যোগ্য করিয়া কহেন?

ইন্দ্রিয়াণি পরাণ্যাহুরিন্দ্রিয়েভ্যঃ পরং মনঃ।
মনসস্তুপরাবুদ্ধির্বুদ্ধের্যঃ পরতস্তুসঃ॥
গীতা ৩ অধ্যায় ৪২ শ্লোকঃ॥

অতএব পূর্ব্ব লিখিত শ্রুতি সকলের প্রমাণে এবং বেদান্ত সূত্রের প্রমাণে এবং প্রত্যক্ষ সিদ্ধ যুক্তিতে এবং শ্রুতি সম্মত

অনুমানেতে যাহা সিদ্ধ তাহার অন্যথা কহিলে যে ব্যক্তির বেদে শ্রদ্ধা আছে এবং চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ও আছে এবং প্রত্যক্ষ বস্তুর দর্শনাধীন অনুমান করিবার ক্ষমতাও আছে সে কেন গ্রাহ্য করিবেক ?

বেদান্ত চন্দ্রিকাতে ভট্টাচার্য্য কহেন যে স্বগুণ ব্রহ্মের উপাসনা মূর্ত্তিতেই কর্ত্তব্য। এ সর্ব্বথা বেদান্ত বিরুদ্ধ এবং যুক্তি বিরুদ্ধ হয় যেহেতু বস্তুকে সগুণ করিয়া মানিলে সাকার করিয়া অবশ্যই মানিতে হয় এমত নহে, যেমন এই জীবাত্মার ইচ্ছা প্রভৃতি গুণ স্বীকার করা যায় অথচ তাহার আকারের স্বীকার কেহ করেন না সেই রূপ পরব্রহ্ম বিশেষ রহিত অনির্ব্বচনীয় হয়েন। বাঙ্ময় শাস্ত্রে এবং যুক্তিতে তাঁহার স্বরূপ জানা যায় না কিন্তু জগতের সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের নিয়ম দেখিয়া ব্রহ্মকে স্রষ্টা পাতা সংহর্ত্তা ইত্যাদি বিশেষণের দ্বারা বেদে কহেন।

যতোবাইমানি ভূতানি জায়ন্তে যেন জাতানি জীবন্তি যৎ প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব তদ্ব্রহ্মেতি।

তৈত্তিরীয় শ্রুতিঃব্রহ্মবল্লী॥

যাঁহা হইতে এই সকল বিশ্ব জন্মিয়াছে আর জন্মিয়া যাঁহার আশ্রয়ে স্থিতি করে মৃত্যুর পরে ঐ সকল বিশ্ব যাঁহাতে লীন হয় তাঁহাকেই জানিতে ইচ্ছা কর তিনিই ব্রহ্ম হয়েন॥

ভগবান্ বেদব্যাসও এই রূপ বেদান্তের দ্বিতীয় সূত্রে তটস্থ লক্ষণে ব্রহ্মকে বিশ্বের সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় কর্ত্তৃত্ব গুণের দ্বারা নিরূপণ করিয়াছেন কিন্তু তটস্থ লক্ষণে ব্রহ্মকে সগুণ কহাতে সাকার কহা হয় এমত নহে। বস্তুতঃ অন্য অন্য সূত্রে এবং নানা শ্রুতিতে কহেন যে ব্রহ্মের কোন প্রকারে দ্বিতীয় নাই, কোন বিশেষণের দ্বারা তাঁহার স্বরূপ কহা যায় না।

যতোবাচোনিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ॥

তৈত্তিরীয় শ্রুতিঃ ব্রহ্মবল্লী॥

মনের সহিত বাক্য যাঁহার স্বরূপকে না জানিয়া নিবৃত্ত হয়েন॥

দর্শয়তি চাথোহপি চ স্মর্য্যতে ॥

বেদান্ত ৩ অধ্যায় ২ পাদ ১৭ সূত্রং ॥

ব্রহ্ম নির্ব্বিশেষ হয়েন ইহা অথ অবধি করিয়া বেদে দেখাইতেছেন স্মৃতিও এইরূপ কহেন ॥

অতএব বেদান্ত মতে ব্রহ্ম সর্ব্বদা নির্ব্বিশেষ দ্বিতীয় শূন্য হয়েন এই রূপ জ্ঞান মাত্র মুক্তির কারণ হয় ।

বেদান্তচন্দ্রিকার অন্য অন্য স্থানে ভট্টাচার্য্য যাহা লিখেন তাহার তাৎপর্য্য এই যে ব্রহ্মোপাসনা সাক্ষাৎ হইতে পারে না যেহেতু উপাসনা ভ্রমাত্মক জ্ঞান হয় অতএব সাকার দেবতারই উপাসনা হইতে পারে যেহেতু সে ভ্রমাত্মক জ্ঞান । উত্তর । দেবতার উপাসনাকে যে ভ্রমাত্মক কহিয়াছেন তাহাতে আমারদিগের হানি নাই কিন্তু উপাসনা মাত্রকে ভ্রমাত্মক কহিয়া ব্রহ্মোপাসনা হইতে জীবকে বহির্ম্মুখ করিবার চেষ্টা করেন ইহাতে আমারদিগের আর অনেকের সুতরাং হানি আছে যেহেতু ব্র-

ক্ষের উপাসনাই মুখ্য হয়, তদ্ভিন্ন মুক্তির কোন উপায় নাই। জগতের সৃষ্টি স্থিতি লয়ের দ্বারা পরমাত্মার সত্তাতে নিশ্চয় করিয়া আত্মাই সত্য হয়েন, নাম রূপময় জগৎ অনিত্য জন্য মিথ্যা হয়, ইহার অনুকূল শাস্ত্রের শ্রবণ মননের দ্বারা বহু কালে বহু যত্নে আত্মার সাক্ষাৎকার কর্ত্তব্য এইমত বেদান্ত সিদ্ধ যথার্থ জ্ঞান রূপ আত্মোপাসনা, তাহা না করাতে প্রত্যবায় অনেক লিখিয়াছেন।

অসুর্য্যানাম তে লোকাঅন্ধেন তমসাবৃতাঃ। তাংস্তে প্রেত্যাভিগচ্ছন্তি যে কে চাত্মহনোজনাঃ॥

ঈশোপনিষৎ শ্রুতিঃ॥

আত্মা অপেক্ষা করিয়া দেবাদি সকল অসুর হয়েন তাঁহারদিগের লোককে অসুর্য্য লোক অর্থাৎ অসুরলোক কহি সেই দেবতা অবধি স্থাবর পর্য্যন্ত লোক সকল অজ্ঞান রূপ অন্ধকারে আবৃত আছে ঐ সকল লোককে আত্ম জ্ঞান রহিত ব্যক্তি সকল সৎকর্ম্ম অসৎ কর্ম্মানুসারে এই শরীরকে ত্যাগ করিয়া প্রাপ্ত হয়েন॥

ন চেদিহাবেদীন্মহতী বিনষ্টিঃ॥

তলবকার শ্রুতিঃ॥

এই মনুষ্য শরীরে পূর্ব্বোক্ত প্রকারে যদি ব্রহ্মকে না জানে তবে তাহার অত্যন্ত ঐহিক পারত্রিক দুর্গতি হয়।

এবং আত্মোপাসনার ভূরি বিধি শ্রুতি ও স্মৃতিতে আছে।

আত্মা বাঅরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যোমন্তব্যোনিদিধ্যাসিতব্যঃ।

শ্রুতিঃ।

আত্মৈবোপাসীত॥

শ্রুতিঃ॥

আবৃত্তিরসকৃদুপদেশাৎ॥

বেদান্ত ৪ অধ্যায় ১ পাদ ১ সূত্রং॥

ইত্যাদি বেদে ও বেদান্ত সূত্রে আত্মার শ্রবণ মননে পুনঃ পুনঃ বিধি দেখিতেছি। এই সকল বিধির উল্লঙ্ঘন করিলে এবং লৌকিক লাভার্থী হইয়া এ সকল বিধির অন্যথা প্রেরণা লোককে করিলে পাপভাগী হইতে হয় ইহা কোন্ ভট্টাচার্য্য না জানেন? কিন্তু ভট্টাচার্য্য ও তাঁহার অনুচরেরা যাহাকে উপাসনা কহেন সেরূপ উপাসনা সুতরাং পরমাত্মার হইতে পারে না,যে কা-

ল্পনিক উপাসনাতে উপাসকের কখন মনেতে কখন হস্তেতে উপাস্যকে নির্ম্মাণ পূর্ব্বক সেই উপাস্যের ভোজন শয়নাদির উদ্‌যোগ করিতে এবং তাহার জন্মাদি তিথিতে ও বিবাহ দিবসে উৎসব করিতে এবং তাহার প্রতিমূর্ত্তি কল্পনা করিয়া সম্মুখে নৃত্য করাইতে হয়।

ভট্টাচার্য্য বেদান্তচন্দ্রিকাতে কোথায় স্পষ্ট কোথায় বা অস্পষ্ট রূপে প্রায় এই লিখিয়াছেন যে বর্ণাশ্রমের ধর্ম্মানুষ্ঠান ব্রহ্ম জ্ঞান সাধনের সময়ে এবং ব্রহ্ম জ্ঞানের উৎপত্তির পরেও সর্ব্বথা কর্ত্তব্য হয়। যদিও জ্ঞান সাধনের সময় বর্ণাশ্রমাচার কর্ত্তব্য হয় কিন্তু এস্থলে আমারদিগের বিশেষ করিয়া লেখা আবশ্যক যে বর্ণাশ্রমাচার ব্যতিরেকেও ব্রহ্ম জ্ঞানের সাধন হয়।

অন্তরা চাপি তু তদ্দৃষ্টেঃ॥

বেদান্ত সূত্রে ৩ অধ্যায়ে ৪ পাদে ৩৬

সূত্রের ভাষ্যে ভগবান্ পূজ্যপাদ প্রথমতঃ আশঙ্কা করেন যে তবে কি বর্ণাশ্রমাচারের অনুষ্ঠান বিনা ব্রহ্ম জ্ঞান সাধন হয় না? পরে সেই সূত্রের ব্যাখ্যায় সিদ্ধান্ত করিলেন যে বর্ণাশ্রমাচার বিনাও ব্রহ্ম জ্ঞানের সাধন হয়। রৈক্ব প্রভৃতি বর্ণাশ্রমাচারের অনুষ্ঠান না করিয়াও ব্রহ্ম জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়াছেন।

তুল্যন্তু দর্শনং॥

বেদান্ত ৩ অধ্যায় ৪ পাদ ১ সূত্রং॥

যেমন কোন কোন জ্ঞানি কর্ম্ম এবং জ্ঞান উভয়ের অনুষ্ঠান করিয়াছেন সেই রূপ কোন কোন জ্ঞানি কর্ম্ম ত্যাগ পূর্ব্বক জ্ঞানের অনুষ্ঠান করিয়াছেন॥

এখন ভট্টাচার্য্য বেদান্তচন্দ্রিকাতে যে সকল যোগ্যাযোগ্য প্রশ্ন লিখিয়াছেন, তাহার উত্তর এক প্রকার দেওয়া যাইতেছে।

তিনি প্রশ্ন করেন যে "যদি বল আমি তাদৃশ বটি তবে তুমি যাহারদিগকে স্বীয় আচরণ করণে প্রবর্ত্তাইতেছ, তাহারাও সক-

লে কি বামদেব কপিলাদির ন্যায় মাতৃ গর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইয়াই ব্রহ্ম সাক্ষাৎকারবান্ হইয়াছে?" ইহার উত্তর, পূর্ব্ব পূর্ব্ব যোগিদিগের তুল্য হওয়া আমারদিগের দূরে থাকুক, ভট্টাচার্য্য যেরূপ সৎকর্ম্মান্বিত তাহাও আমরা নহি, কেবল ব্রহ্ম জিজ্ঞাসু, তাহাতে যেরূপ কর্ত্তব্য শাস্ত্রে লিখিয়াছেন তাহার সম্যক্ অনুষ্ঠানেও অপটু আছি ইহা আমরা বাজসনেয়সংহিতোপনিষদের ভূমিকাতে অঙ্গীকার করিয়াছি, অতএব অঙ্গীকার করিলে পরেও ভট্টাচার্য্য যে এরূপ শ্লেষ করেন সে ভট্টাচার্য্যের মহত্ব আর আমরা অন্যকে বিরুদ্ধ আচরণে প্রবৃত্ত করিতেছি ইহা যে ভট্টাচার্য্য কহেন সেও ভট্টাচার্য্যের সাধুতা। এ প্রমাণ বটে যে বাজসনেয়সংহিতাদি উপনিষদের বিবরণ সংক্ষেপে সাধ্যানুসারে আমরা করিয়াছি যাঁহার দেখিবার ইচ্ছা থাকে তিনি তাহা দেখেন,

যাহার শাস্ত্রে শ্রদ্ধা আছে তিনি তাহাতে শ্রদ্ধা করেন, আর যাঁহারা সুবোধ হয়েন তাঁহারা ঈশ্বরের উপাসনা আর কেবল খেলা এ দুইয়ের প্রভেদ অবশ্যই করিয়া লয়েন, আর ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র ঐ সকলের ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার হইয়াছে কি না এ প্রশ্ন ভট্টাচার্য্যের প্রতি সম্ভব হয়, যেহেতু ভট্টাচার্য্যেরা মন্ত্র বলে কাষ্ঠ পাষাণ মৃত্তিকাদিকে সজীব করিতেছেন অতএব মনুষ্যের বালককে ব্রহ্ম সাক্ষাৎকারবান্ করা তাঁহারদিগের কোন্ আশ্চর্য্য? কিন্তু আমরা সাধারণ মনুষ্য আমারদিগের এ প্রশ্ন আশ্চর্য্য জ্ঞান হয়।

আর লেখেন যে "তবে ঈশ্বরাদি শরীরের উদ্বোধক প্রতিমাদিতে তদুদ্দেশে শাস্ত্র বিহিত পূজাদি ব্যাপার লৌকিক প্লীহা ছেদন বাণ মারণাদির ন্যায় কেন না হয়? আত্মবৎ সেবা ইহা কি শুন না? যেমন গারুড়ী মন্ত্র শক্তিতে একের উদ্দেশে অন্যত্র

ক্রিয়া করাতে উদ্দেশ্য ফল ভাগী হয় তেমন কি বৈদিক মন্ত্র শক্তিতে হয় না?" উত্তর, এই যে দুই উদাহরণ দিয়াছেন যে বাণ মারিলে প্লীহা ছেদন হয় আর সর্পাদি মন্ত্র অন্যোদ্দেশে পড়িলে অন্য ব্যক্তি ভাল হয় ইহাতে যে সকল মনুষ্যের নিশ্চয় আছে তাঁহারাই সুতরাং গ্রন্থকর্ত্তার বাক্যে বিশ্বাস করিবেন আর তাঁহারদিগেরই চিত্ত স্থিরের নিমিত্তে শাস্ত্রে নানা প্রকার কাল্পনিক উপাসনা লিখিয়াছেন,কিন্তু যাঁহারদিগের জ্ঞান আছে তাঁহারা এই দুই উদাহরণেতে ভট্টাচার্য্যের সত্য মিথ্যা সকল জানিতেছেন,আর এই সকল প্রপঞ্চ হইতে আপনাকে মুক্ত করিবার নিমিত্ত উপাধিবিশিষ্টের উপাসনা না করিয়া পরমেশ্বরের শরণাপন্ন হইয়াছেন। আর লেখেন যে " শাস্ত্র দৃষ্টিতে দেব বিগ্রহ স্মারক মৃৎপাষাণাদি প্রতিমাদিতে মনোযোগ করিয়া শাস্ত্র বিহিত তৎ পূজাদি

কেন না কর? ইহা আমারদিগের বোধ গম্য হয় না।" ইহার উত্তর।

কাষ্ঠলোষ্টেষু মূর্খাণাং।
প্রতিমাস্বল্পবুদ্ধীনাং॥
শাতাতপবচনং॥
অর্চ্চায়াং দেবচক্ষুষাং॥
ভাগবত ১০ স্কন্ধ॥

ইত্যাদি প্রমাণের দ্বারা প্রতিমাদিতে দেবতার আরাধনা করা ইতর অধিকারির নিমিত্তে শাস্ত্রে দেখিতেছি কিন্তু ভট্টাচার্য্য এবং তাদৃশ লোক সকল যে ঐ সকল বিধি সর্ব্ব সাধারণকে প্রেরণ করেন সে সকল কেবল আপনারদিগের লাভের কারণ। ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা যাঁহারদিগের হইয়াছে তাঁহারদিগের প্রতিমাদির দ্বারা অথবা মানস দ্বারা দেবতার আরাধনা করাতে স্পৃহা এবং আবশ্যকতা থাকে না।

যোঽন্যাং দেবতামুপাস্তে অন্যোঽসাবন্যোঽহমস্মীতি ন সবেদ যথা পশুরেব সদেবানাং।
শ্রুতিঃ॥

যে পরমাত্মা ভিন্ন অন্য দেবতার উপাসনা করে আর কহে যে এই দেবতা অন্য এবং আমি অন্য উপাস্য উপাসক রূপে হই সে অজ্ঞান দেবতাদিগের পশু মাত্র হয়॥

ভগবান্ মনু ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থদিগের পরম্পরা রীতি দেখাইয়াছেন যে তাঁহারা বাহ্য পঞ্চ যজ্ঞ স্থানে কেবল জ্ঞান সাধন ও জ্ঞানোপদেশ করিয়া থাকেন। ইহার বিশেষ বাজসনেয় সংহিতোপনিষদের ভূমিকাতে পাইবেন।

ভট্টাচার্য্য লেখেন যে "প্রাচীন যবনাদি শাস্ত্রেতেও প্রতিমাদি পূজা এবং যাগাদি কর্ম্ম প্রসিদ্ধ আছে নব্যদিগের বুদ্ধিমত্তাধিক্যে ধিক্কৃত হইয়াছে।" উত্তর, ভট্টাচার্য্য আপনিই অঙ্গীকার করিতেছেন যে বুদ্ধিমত্তা হইলে প্রতিমাদি পূজা ধিক্কৃত হয় এই অঙ্গীকারের দ্বারা স্পষ্ট বুঝায় যে এ দেশস্থ লোকের ভট্টাচার্য্যের অভিপ্রায়ে বুদ্ধিমত্তা নাই একারণ এই সকল কাল্পনিক উপাসনা ধিক্কৃত হয় নাই। শাস্ত্রেতেও পুনঃ

পুনঃ লিখিতেছেন যে অজ্ঞানির মনঃ স্থিরের নিমিত্ত বাহ্য পূজাদি কল্পনা করা গিয়াছে।

স্থিরার্থং মনসঃ কেচিৎ স্থূলধ্যানং প্রকুর্ব্বতে।
স্থূলেন নিশ্চলং চেতোভবেৎ সূক্ষ্মেপি নিশ্চলং॥
কুলার্ণবঃ॥

কোন কোন ব্যক্তি মনঃ স্থিরের নিমিত্ত স্থূলের অর্থাৎ মূর্ত্ত্যাদির ধ্যান করেন যেহেতু স্থূল ধ্যানের দ্বারা চিত্ত স্থির হইলে পরে সূক্ষ্ম আত্মাতেও চিত্ত স্থির হইতে পারে॥

কিন্তু যাঁহারদিগের বুদ্ধিমত্তা আছে আর যাঁহারা জগতের নানা প্রকার নিয়ম ও রচনা দেখিয়া নিয়ম কর্ত্তাতে নিষ্ঠা রাখিবার সামর্থ্য রাখেন তাঁহারদিগের জন্য সাকারের উপদেশ করা শাস্ত্রের তাৎপর্য্য নহে।

করপাদোদরাস্যাদিরহিতং পরমেশ্বরি। সর্ব্বতেজোময়ং ধ্যায়েৎ সচ্চিদানন্দলক্ষণং॥
কুলার্ণবঃ॥

হস্ত পাদ উদর মুখ প্রভৃতি অঙ্গ রহিত সর্ব্ব তেজোময় সচ্চিদানন্দ স্বরূপকে হে ভগবতি ধ্যান করিবেন।

ভট্টাচার্য্য লেখেন "যদি বল ফলাভাব প্রযুক্ত দেবতাদিগের উপাসনা না করি তবে হে ফলার্থি জ্ঞানি মানি তাহারদিগকে মিথ্যা

কেন কহ? যাহার যাহাতে উপযোগ না থাকে সে কি তাহাকে মিথ্যা কহে?" উত্তর, প্রয়োজন ব্যতিরেকে কেহ কোন বিষয়ে প্রবৃত্ত হয় না। আত্মজ্ঞান সাধনের প্রয়োজন মুক্তি হয় এরূপ প্রয়োজনকে যদি ফল কহ তবে সকলেই ফলাকাঙ্ক্ষি হয় ইহাতে হানি কি আছে। আর যাহার যাহাতে উপযোগ নাই সে তাহাকে বৃথা কহিয়া থাকে যেমন নাসিকার রোম যাহাতে আমারদিগের কোন প্রয়োজন নাই তাহাকে সুতরাং বৃথা কহা যায়। এস্থলেও সেইরূপ ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা হইলে সোপাধি উপাসনা বৃথা জ্ঞান হয়।

ভট্টাচার্য্য প্রশ্ন করেন যে "ঘৃতাভোজির কাছে ঘৃত কি মিথ্যা?" উত্তর, ঘৃতকে যে ভোজন না করে এবং ক্রয় বিক্রয়াদি না করে সে ব্যক্তির নিকট ঘৃত মিথ্যা নহে কিন্তু তাহার কোন প্রয়োজন ঘৃতেতে নাই এ নিমিত্ত সে

ঘৃতকে আপন বিষয়ে বৃথা জানিয়া থাকে।

" তুমি বা একাক্ষ না হও কেন,কাকের কি এক চক্ষুতে নির্ব্বাহ হয় না?" এ প্রশ্নের তাৎপর্য্য বুঝিতে পারিতেছি না,যাহা হউক ইহার উত্তরে ভট্টাচার্য্যকে জিজ্ঞাসা করি যে আপনি রাজ সংক্রান্ত কর্ম্ম ত্যাগ কেন না করেন? যাঁহারদিগের রাজসংক্রান্ত কর্ম্ম নাই তাঁহারদিগের কি দিন পাত হয় না? এ প্রশ্নের উত্তরে ভট্টাচার্য্য যাহা কহিবেন তাহা আমারদিগেরও উত্তর হইবেক। যদি ভট্টাচার্য্য ইহার উত্তরে কহেন যে রাজ সংক্রান্ত কর্ম্মে আমার উপকার আছে আমি কেন ত্যাগ করি তবে আমরাও কহিব যে দুই চক্ষুতে অধিক উপকার আছে অত এব কেন তাহার মধ্যে এক চক্ষুকে নষ্ট করি।

ভট্টাচার্য্য লেখেন " যদি বল আমরা দেবতাত্মাই মানিনা তাহার বিগ্রহ ও তৎ স্মারক প্রতিমার কথা কি? শিরোনাস্তি শি-

রোব্যথা। ভাল পরমাত্মাতো মান তবে শাস্ত্র দৃষ্টি দ্বারা তাঁহারই নানা মূর্ত্তি প্রতিমাতে মনোযোগ করিয়া তদুচিত ব্যাপার কর।" উত্তর, আমরা পরমাত্মা মানি কিন্তু তাঁহার মূর্ত্তি শাস্ত্রতঃ এবং যুক্তিতঃ অপ্রসিদ্ধ জন্য তাহা স্বীকার করি না। ইহার বিবরণ পূর্ব্বে লিখিয়াছি অতএব পুনরুক্তির প্রয়োজন নাই।

বেদান্তচন্দ্রিকাতে লেখেন যে "স্বাত্মার ( জীবাত্মার ) প্রকৃত্যাদি চতুর্বিংশতি তত্ত্ব সর্ব্বানুভব সিদ্ধ যদি মান তবে পরমাত্মারও তাহা অনুমানে মান। আত্মার ( জীবাত্মার ) ও পরমাত্মার রাজা মহারাজার ন্যায় ব্যাপ্য ব্যাপকত্ব ঐশ্বর্য্যানৈশ্বর্য্য কৃত বিশেষ ব্যতিরেকে স্বরূপ গত বিশেষ কি?" উত্তর,ভট্টাচার্য্য জীবাত্মাকে ব্যাপ্য ও অনীশ্বর এবং পরমাত্মাকে ব্যাপক ও ঈশ্বর কহিয়া পুনর্ব্বার কহিতেছেন যে এ দুইয়ের

স্বরূপ গত বিশেষ কি ? ঈশ্বর আর ব্যাপক হওয়া এবং অনীশ্বর আর ব্যাপ্য হওয়া ইহা হইতে অধিক আর কি বিশেষ আছে ? ভট্টাচার্য্য অনীশ্বরের দেহ সম্বন্ধের দ্বারা পরিচ্ছিন্নত্ব দেখিয়া ঈশ্বরের দেহ আর পরিচ্ছিন্নত্ব যে কল্পনা করেন ইহা হইতে আর কি আশ্চর্য্য আছে ? আমরা ভয় পাইতেছি যে যখন জীবের দেহ সম্বন্ধ দেখিয়া পরমাত্মার দেহ সম্বন্ধ অঙ্গীকার করিতেছেন তখন জীবের সুখদুঃখাদি ভোগ ও স্বর্গ নরকাদি প্রাপ্তির শাস্ত্র দেখিয়া পরমাত্মারও সুখদুঃখাদি ভোগ বা স্বীকার করেন।

আর লেখেন " যদি বল আমরা মাংস পিণ্ড মাত্র মানি মৃৎ পাষাণাদি নির্ম্মিত কৃত্রিম পিণ্ড মানি না।" উত্তর, এ আশঙ্কা ভট্টাচার্য্য কি নিদর্শনে করিতেছেন অনুভব হয় না যেহেতু আমরা মাংস পিণ্ড ও মৃত্তিকা পাষাণাদি নির্ম্মিত পিণ্ড এ দুইকেই মানি

কিন্তু এ দুইয়ের কাহাকেও স্বতন্ত্র ঈশ্বর কহি না। তবে লৌকিক ব্যবহারে ঐ দুই-য়ের প্রথম যে মাংসপিণ্ড সে পশ্বাদির ভো-জনে আইসে আর দ্বিতীয় যে মৃত্তিকা পা-ষাণাদি পিণ্ড সে খেলা আর অন্য অন্য আ-মোদের কারণ হয়।

ভট্টাচার্য্য পুনর্ব্বার আশঙ্কা করেন যে "যদি বল আমরা সচেতন পিণ্ডই মানি অ-চেতন পিণ্ড মানি না।" উত্তর, উপাধি অবস্থাতে সচেতন এবং অচেতন উভয় বস্তুর-ই পৃথক্ পৃথক্ রূপে প্রতীতি হয় সুতরাং উভয়কেই মানি আর তন্মধ্যে যে বস্তু যদর্থে নিয়মিত হইয়াছে তাহাকে তদনুরূপে ব্য-বহার করি। সচেতনের মধ্যে গুরু প্রভৃতি কে মান্য করিতে হয় ও ভৃত্যাদি দ্বারা গৃহ কর্ম্ম লওয়া যায় আর অচেতন পিণ্ডের মধ্যে ইষ্টকাদি দ্বারা গৃহাদি এবং পাষাণাদি দ্বারা পুত্তলিকাদি নির্ম্মাণ করা যায় কিন্তু আশ্চর্য্য

এই যে অনেক সচেতন পিণ্ড ও অচেতন পিণ্ড-কে সচেতন অভিপ্রায় করিয়া আহার শয্যা সুগন্ধি দ্রব্য এবং বিবাহাদি দেন।

আর লেখেন " মীমাংসক মত সিদ্ধ অ-চেতন মন্ত্রময় দেবতাত্মাই না মান বেদান্ত মত সিদ্ধ অস্মদাদিবৎ সচেতন বিগ্রহ বিশি-ষ্ট দেবতা কেন না মান? " উত্তর, বেদা-ন্ত মতে দেবতাদিগের শরীর প্রসিদ্ধ আছে সুতরাং আমরাও ঐ দেবতাদিগের বিগ্রহ স্বীকার করি কিন্তু ঐ বেদান্ত নিদর্শনে ঐ বিগ্রহকে অস্মদাদির দেহবৎ মায়িক ও নশ্বর করিয়া জানি এবং যেমন আমারদিগের প্রতি ব্রহ্ম জ্ঞান সাধনের অধিকার আছে সেইরূপ দেবতাদিগের প্রতিও অধিকার আছে।

তদুপর্য্যপি বাদরায়ণঃ সম্ভবাৎ॥

বেদান্ত১ অধ্যায় ৩ পাদ ২৬সূত্রং॥

মনুষ্যের উপর এবং দেবতাদিগের উপর ব্রহ্ম বিদ্যা-র অধিকার আছে বাদরায়ণ কহিতেছেন যেহেতু বৈরা-গ্যের এবং মোক্ষাকাঙ্ক্ষার সম্ভাবনা যেমন মনুষ্যের আছে

সেইরূপ সম্ভাবনা দেবতাতেও হয়॥

এবং তাবৎ দেবতার সমাধি করা ভারতাদি গ্রন্থে প্রসিদ্ধ আছে।

আর লেখেন যে "যদি বল আমি তাহা অর্থাৎ নাস্তিক নহি কিন্তু অবৈদিকেরা এই রূপ কহিয়া থাকে আমিও তদ্দৃষ্টি ক্রমে কহি।" উত্তর, আশ্চর্য্য এই যে ঐহিক লাভের নিমিত্ত ভট্টাচার্য্য সর্ব্ব শাস্ত্র প্রসিদ্ধ আত্মোপাসনা ত্যাগ করিয়া এবং করাইয়া এবং গৌণ সাধন যে প্রতিমাদির পূজা তাহার প্রেরণা করিয়া আপনার বৈদিকত্ব অভিমান রাখেন আর আমরা সর্ব্ব শাস্ত্র সম্মত পরব্রহ্মোপাসনাতে প্রবৃত্ত হইয়া ভট্টাচার্য্যের বিবেচনায় অবৈদিক ও নাস্তিক হই। সুবোধ লোক এ দুয়েরই বিবেচনা করিবেন।

আর লেখেন যে "অন্য ধন ব্যয় আয়াস সাধ্য প্রতিমা পূজা দর্শন জন্য মর্ম্মান্তিক ব্যথা নিবৃত্তি করিও। সম্প্রতি কেন এক দিক্

আশ্রয় না করিয়া আন্দোলায়মান হও ?” উত্তর, যে ব্যক্তি কেবল স্বার্থপর না হয় সে অন্য ব্যক্তিকে দুঃখি অথবা প্রতারণাগ্রস্ত দেখিলে অবশ্যই মর্ম্মান্তিক ব্যথা পায় এবং ঐ দুঃখ ও প্রতারণা হইতে মুক্ত করিবার চেষ্টা করে কিন্তু যাহার প্রতারণার উপর কেবল জীবিকা এবং সম্মান সে অবশ্যই প্রতারণার যে ভঞ্জক তাহার বিরুদ্ধাচরণ করিবেক। আর আমরা এক মাত্র আশ্রয় করিয়াই আছি। আশ্চর্য্য এই যে ভট্টাচার্য্য পাঁচ উপাসনার তরঙ্গের মধ্যে ইচ্ছা পূর্ব্বক পড়িয়া অন্যকে উপদেশ করেন যে মাঝামাঝি থাকিয়া আন্দোলায়মান হইও না।

ভট্টাচার্য্য আর লিখিয়াছেন তাহার তাৎপর্য্য এই যে প্রতিমা পূজার প্রমাণ প্রথমতঃ প্রবল শাস্ত্র। দ্বিতীয়তঃ বিশ্বকর্ম্মার প্রণীত শিল্প শাস্ত্র দ্বারা প্রতিমা নির্ম্মাণের উপদেশ। তৃতীয়তঃ নানা তীর্থ স্থানেতে

প্রতিমার চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ। চতুর্থতঃ শিষ্টাচার সিদ্ধ। পঞ্চমতঃ অনাদি পরম্পরা প্রসিদ্ধ।

উত্তর, প্রথমতঃ শাস্ত্র প্রমাণ যে লিখিয়াছেন তাহার বিবরণ এই, তন্ত্রাদি শাস্ত্রে নানা প্রকার বিধি আছে, বামাচারের বিধি দক্ষিণাচারের বিধি বৈষ্ণবাচারের বিধি অঘোরাচারের বিধি এবং তেত্রিশ কোটি দেবতা এবং তাঁহারদিগের প্রতিমা পূজার বিধিতে যে কেবল শাস্ত্রের পর্য্যবসান হইয়াছে এমত নহে বরঞ্চ নানা বিধ পশু যেমন গো শৃগাল প্রভৃতি এবং নানা বিধ পক্ষি যেমন শঙ্খচীল নীলকণ্ঠ প্রভৃতি এবং নানা বিধ স্থাবর যেমন অশ্বত্থ বট বিল্ব তুলসী প্রভৃতি যাহা সর্ব্বদা দৃষ্টি গোচরে এবং ব্যবহারে আইসে তাহারদিগেরও পূজার নিমিত্ত অধিকার বিশেষে বিধি আছে। যে যাহার অধিকারী সে তাহাই অবলম্বন করে, তথাহি

অধিকারিবিশেষেণ শাস্ত্রাণ্যুক্তান্যশেষতঃ॥

অতএব শাস্ত্রে প্রতিমা পূজার বিধি আছে কিন্তু ঐ শাস্ত্রেই কহেন যে যে সকল অজ্ঞানি ব্যক্তি পরমেশ্বরের উপাসনাতে সমর্থ নহেন তাঁহারদিগের নিমিত্তে প্রতিমাদি পূজার অধিকার হয়।

দ্বিতীয়তঃ বিশ্বকর্ম্মার নির্ম্মিত যে শিল্পের আদেশ লিখিয়াছেন তাহার উত্তর এই যে শাস্ত্রে কি যজ্ঞাদি কি মারণোচ্চাটনাদি যখন যে বিষয় লেখেন তখন তাহার সমুদায় প্রকরণই লিখিয়া থাকেন তদনুসারে প্রতিমা পূজার প্রয়োগ যখন শাস্ত্রে লিখিয়াছেন তাহার নির্ম্মাণ এবং আবাহনাদি পূজার প্রকরণও সুতরাং লিখিয়াছেন এবং ঐ প্রতিমার নির্ম্মাণের ও পূজাদির অধিকারী যে হয় তাহাও লিখিয়াছেন।

উত্তমা সহজাবস্থা মধ্যমা ধ্যানধারণা। জপস্তুতিঃ
স্যাদধমা হোমপূজাধমাধমা॥

কুলার্ণবঃ॥

আত্মার যে স্বরূপে অবস্থিতি তাহাকে উত্তম কহি আর মননাদিকে মধ্যম অবস্থা কহি জপ ও স্তুতিকে অধম অবস্থা কহি হোম পূজাকে অধম হইতেও অধম অবস্থা কহি ॥

তৃতীয়তঃ নানা তীর্থে প্রতিমাদির চাক্ষুষ হয় যে লিখিয়াছেন তাহার উত্তর। যে সকল ব্যক্তি তীর্থ গমনের অধিকারী তাহারাই প্রতিমা পূজার অধিকারী অতএব তাহারা যদি তীর্থে গিয়া প্রতিমা লইয়া মনোরঞ্জন করিতে না পায় তবে সুতরাং তাহারদিগের তীর্থ গমনের তাবদভিলাষ থাকিবেক না এ নিমিত্তে তীর্থাদিতে প্রতিমার প্রয়োজন রাখে অতএব তাহারাই নানা তীর্থে নানা বিধ প্রতিমা নির্ম্মাণ করিয়া রাখিয়াছে।

রূপং রূপবিবর্জ্জিতস্য ভবতোধ্যানেন যদ্বর্ণিতং।
স্তুত্যানির্ব্বচনীয়তাখিলগুরো দূরীকৃতা যন্ময়া ॥
ব্যাপিত্বঞ্চ বিনাশিতং ভগবতোযত্তীর্থযাত্রাদিনা।
ক্ষন্তব্যং জগদীশ তদ্বিকলতাদোষত্রয়ং মৎকৃতং ॥

রূপ বিবর্জিত যে তুমি তোমার ধ্যানের দ্বারা আমি যে রূপ বর্ণন করিয়াছি আর তোমার যে অনির্ব্বচনীয়ত্ব তাহাকে স্তুতিবাদের দ্বারা আমি যে খণ্ডন করিয়াছি আর তীর্থ যাত্রার দ্বারা তোমার সর্ব্বব্যাপকত্বের যে ব্যাঘাত করিয়াছি হে জগদীশ্বর আমার অজ্ঞানতা কৃত এই তিন অপরাধ ক্ষমা কর।

চতুর্থতঃ প্রতিমা পূজা শিষ্টাচার সিদ্ধ যে লিখিয়াছেন তাহার উত্তর। যে সকল লোক এদেশে শিষ্ট এবং শাস্ত্রার্থের প্রেরক হয়েন তাঁহারদিগের অনেকেই প্রতিমা পূজার বাহুল্যে ঐহিক লাভ দেখিয়া যথাসাধ্য তাহারই প্রচার করাইতেছেন। প্রতিমার প্রাণ প্রতিষ্ঠার উপলক্ষে এবং নানা তিথি মাহাত্ম্যে ও নানা বিধ লীলার উপলক্ষে তাঁহারদিগের যে লাভ তাহা সর্ব্বত্র বিখ্যাত আছে। আত্মোপাসনাতে কাহারও জন্ম দিবসীয় উৎসবে এবং বিবাহে ও নানা প্রকার লীলাচ্ছলে লাভের কোন প্রসঙ্গ নাই সুতরাং তাহার প্রেরণাতে ক্ষান্ত

থাকেন। ঐ শিষ্ট লোকের মধ্যে যাঁহারা পরমার্থ নিমিত্ত ঐহিক লাভকে তুচ্ছ করিয়াছেন তাঁহারা কি এদেশে কি পাঞ্চালাদি অন্য দেশে কেবল পরমেশ্বরের উপাসনাই করিয়া আসিতেছেন, প্রতিমার সহিত পরমার্থ বিষয়ের কোন সম্বন্ধ রাখেন নাই।

পঞ্চমতঃ প্রতিমা পূজা পরম্পারা সিদ্ধ হয় যে লিখিয়াছেন তাহার উত্তর, ভ্রম বশতই হউক বা যথার্থ বিচারের দ্বারাই হউক বৌদ্ধ কি জৈন বৈদিক কি অবৈদিক যে কোন মত কতক লোকের একবার গ্রাহ্য হইয়াছে তাহার পর সম্যক্ প্রকারে সেই মতের নাশ প্রায় হয় না, যদি হয় তবে বহুকালের পরে হয়। সেইরূপ প্রতিমা পূজা প্রথমতঃ কতক লোকের গ্রাহ্য হইয়া পরম্পারা চলিয়া আসিতেছে এবং তাহার অবহেলাও কতক লোকের দ্বারা পরম্পরা হইয়া আসিতেছে। সুবোধ নির্ব্বোধ সর্ব্বকালে হ-

ইয়া আসিতেছে এবং তাহারদিগের অনুষ্ঠিত পৃথক্ পৃথক্ মত পরম্পরা চলিয়াও আসিতেছে, কিন্তু একাল অপেক্ষা পূর্ব্বকালে প্রতিমা প্রচারের যে অল্পতা ছিল ইহার প্রতি কোন সন্দেহ নাই। যদি কোন সন্দিগ্ধ ব্যক্তি এই ভারতবর্ষের মধ্যে যে কোন স্থানের চতুর্দ্দিক্ সম্পূর্ণ বিংশতি ক্রোশের মণ্ডলী ভ্রমণ করেন তবে বোধ করি তাঁহার নিকটে অবশ্য প্রকাশ পাইবে যে ঐ মণ্ডলীর মধ্যে বিংশতি ভাগের এক ভাগ প্রতিমা একশত বৎসরের পূর্ব্বে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, অবশিষ্ট সমুদায় ঊনিশ ভাগ একশত বৎসরের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। বস্তুতঃ যে যে দেশে ধনের বৃদ্ধি আর জ্ঞানের ক্রটি হয় সেই সেই দেশে প্রায় পরমার্থ সাধন বিধি মতে না হইয়া লৌকিক লেখার ন্যায় হইয়া উঠে।

ভট্টাচার্য্য লেখেন তাহার তাৎপর্য্য এই

যে যে কোন বস্তুর উপাসনা হয়, আর রূপ গুণ বিশিষ্ট দেব মনুষ্য প্রভৃতিকে উপাসনা করিলে ঈশ্বরের উপাসনা হয় না এবং মৃৎ সুবর্ণাদি নির্ম্মিত প্রতিমাতে ঈশ্বরের উপাসনা হয় না এমত যে কহে সে প্রলাপ ভাষণ করে। ইহার উত্তর আমরা বাজসনেয়সংহিতোপনিষদের ভূমিকায় লিখিয়াছি যে ঈশ্বরের উদ্দেশে যে সাকার উপাসনা সে ঈশ্বরের গৌণ উপাসনা হয় ইহা দেখিয়াও ভট্টাচার্য্য প্রলাপের কথা কহেন আমারদিগের ইহাতে সাধ্য কি? কিন্তু এ স্থলে জানা কর্ত্তব্য যে পরমাত্মার শ্রবণ মননাদি বিনা কোন এক অবয়বিকে সাক্ষাৎ ব্রহ্ম জানিয়া উপাসনা করাতে কদাপি মুক্তিভাগী হয় না, সকল শ্রুতি একবাক্যতায় ইহা প্রতিপন্ন করিয়াছেন।

তমেব বিদিত্বাঽতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়।

শ্রুতিঃ॥

সেই আত্মাকেই জানিলে মৃত্যু হইতে উত্তীর্ণ হয় মুক্তি প্রাপ্তির নিমিত্ত অন্য পথ নাই।

নান্যঃ পন্থা বিমুক্তয়ে॥

শ্রুতিঃ॥

তত্ত্ব জ্ঞান বিনা মুক্তির অন্য উপায় নাই॥

নিত্যোঽনিত্যানাং চেতনশ্চেতনানাং একোবহূনাং যোবিদধাতি কামান্। তমাত্মস্থং যেনুপশ্যন্তি ধীরাস্তেষাং শান্তিঃ শাশ্বতী নেতরেষাং॥

কঠ ৫ বল্লী ১৩ শ্রুতিঃ॥

অনিত্য বস্তুর মধ্যে যিনি নিত্য হয়েন, আর যাবৎ চৈতন্য বিশিষ্টের যিনি চেতন হয়েন, একাকী অথচ যিনি সকল প্রাণির কামনাকে দেন, তাঁহাকে যে ধীর সকল স্বীয় শরীরের হৃদয়াকাশে সাক্ষাৎ অনুভব করেন, কেবল তাঁহারদিগেরই নিত্য সুখ হয়,ইতরদিগের সে সুখ হয় না॥

ভট্টাচার্য্য লেখেন যে" উপাসনা পরম্পরা ব্যতিরেকে সাক্ষাৎ হয় না নিরাকার পরমেশ্বরের কথা থাকুক সামান্য যে লৌকিক রাজাদির উপাসনা বিবেচনা করিয়া বুঝ।" ইহার উত্তর, বিশ্বের সৃষ্টি স্থিতি লয়ের দ্বারা যে আমরা পরমেশ্বরের আলোচনা করি সেই পরম্পরা উপাসনা হয়

আর যখন অভ্যাস বশতঃ প্রপঞ্চময় বিশ্বের প্রতীতির নাশ হইয়া কেবল ব্রহ্ম সত্তা মাত্রের স্ফূর্ত্তি থাকে তাহাকেই আত্ম সাক্ষাৎকার কহি কিন্তু ভট্টাচার্য্য অনীশ্বরকে ঈশ্বর এবং নশ্বরকে নিত্য আর অপরিমিত পরমাত্মাকে পরিমিত অঙ্গীকার করাকে পরম্পরা উপসনা কহেন বস্তুতঃ সে উপাসনাই হয় না কেবল কল্পনা মাত্র। রাজাদিগের সেবা তাঁহারদিগের শরীর দ্বারা ব্যতিরেকে হয় না ইহা যথার্থ ভট্টাচার্য্য লিখিয়াছেন যেহেতু তাঁহারা শরীরি সুতরাং তাঁহারদিগের উপাসনা শরীর দ্বারা কর্ত্তব্য কিন্তু অশরীরি আকাশের ন্যায় ব্যাপক সদ্রূপ পরমেশ্বরের উপমা শরীরির সহিত দেওয়ায় শাস্ত্র এবং যুক্তির সর্ব্বথা বিরোধ হয়। তবে এ উপমা দেওয়াতে ভট্টাচার্য্যের ঐহিক লাভ আছে অতএব দিতে পারেন; যেহেতু পরমেশ্বরের উপাসনা আর রাজা-

দিগের উপাসনা এই দুইকে তুল্য করিয়া জানিলে লোকে রাজাদিগের উপাসনায় যেমন উৎকোচ দিয়া থাকে সেই রূপ ঈশ্বরকেও বাঞ্ছা সিদ্ধির নিমিত্ত পূজাদি দিবেক, বিশেষ এই মাত্র রাজাদিগের নিমিত্ত যে উৎকোচ দেওয়া যায় তাহা রাজাতে পর্য্যাপ্ত হয়, ঈশ্বরের নিমিত্ত যে উৎকোচ তাহা ভট্টাচার্য্যের উপকারে আইসে।

আর লেখেন যে "ঐ এক উপাস্য সগুণ ব্রহ্ম এই জগতের সৃষ্টি ও প্রলয় করিতেছেন ইহাতে তাঁহা হইতে ভিন্ন বস্তু কি আছে যে তাহার উপাসনা করাতে তাঁহার উপাসনা সিদ্ধ হইবেক না।" উত্তর। পরব্রহ্ম সর্ব্ব ব্যাপী যে কোন বস্তুর উপাসনা ব্রহ্মোদ্দেশে করিলে যদি ব্রহ্মের উপাসনা সিদ্ধ হইতে পারে তবে এ যুক্তি ক্রমে কি দেবতা কি মনুষ্য কি পশু কি পক্ষি সকলেরি উপাসনার তুল্য রূপে বিধি পাওয়া গেল

তবে নিকটস্থ স্থাবর জঙ্গম ত্যাগ করিয়া দূরস্থ দেবতা বিগ্রহের উপাসনা কষ্ট সাধ্য এবং বিশেষ প্রয়োজনাভাব অতএব তাহাতে প্রবৃত্ত হওয়া যুক্তি সিদ্ধ নহে। যদি বল দূরস্থ দেবতা বিগ্রহ এবং নিকটস্থ স্থাবর জঙ্গমের উপাসনা করিলে তুল্য রূপেই যদ্যপি ঐ সর্ব্বব্যাপী পরমেশ্বরের আরাধনা সিদ্ধ হয় তথাপি শাস্ত্রে ঐ সকল দেব বিগ্রহের পূজা করিবার অনুমতির আধিক্য আছে অতএব শাস্ত্রানুসারে দেব বিগ্রহের পূজা করিয়া থাকি। তাহার উত্তর। যদি শাস্ত্রানুসারে দেব বিগ্রহের উপাসনা কর্ত্তব্য হয় তবে ঐ শাস্ত্রানুসারেই বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির পরমাত্মার উপাসনা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য, কারণ শাস্ত্রে কহিয়াছেন যে যাহার বিশেষ বোধাধিকার এবং ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা নাই সেই ব্যক্তিই কেবল চিত্ত স্থিরের জন্য কাল্পনিক রূপের উপাসনা করিবেক আর

যিনি বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি তিনি আত্মার শ্রবণ মনন রূপ উপাসনা করিবেন, শাস্ত্র মানিলে সর্ব্বত্র মানিতে হয়।

এবঙ্গুণানুসারেণ রূপাণি বিবিধানি চ। কল্পিতানি হিতার্থায় ভক্তানামল্পমেধসাং ॥

মহানির্ব্বাণং ॥

এইরূপ গুণের অনুসারে নানাপ্রকার রূপ অল্পবুদ্ধি ভক্তদিগের হিতের নিমিত্তে কল্পনা করা গিয়াছে।

ধনুর্গৃহীত্বৌপনিষদং মহাস্ত্রং শরং হ্যুপাসানিশিতং সন্ধয়ীত। আয়ম্য তদ্ভাবগতেন চেতসা লক্ষ্যং তদেবাক্ষরং সৌম্য বিদ্ধি ॥

২ মুণ্ডক ২ খণ্ড ৩ শ্রুতিঃ ॥

সর্ব্বদা ধ্যানের দ্বারা জীবাত্মা রূপ শরকে তীক্ষ্ণ করিয়া প্রণব রূপ মহাস্ত্র ধনুকেতে তাহা সন্ধান করিবেক পশ্চাৎ ব্রহ্ম চিন্তন যুক্ত চিত্ত দ্বারা মনকে আকর্ষণ করিয়া অক্ষর স্বরূপ ব্রহ্মেতে হে সৌম্য সেই জীবাত্মা রূপ শরকে বিদ্ধ কর।

তদ্বনমিত্যুপাসিতব্যং ॥

তলবকারোপনিষৎ ১৩ শ্রুতিঃ ॥

সর্ব্ব ভজনীয় করিয়া তিনি বিখ্যাত হয়েন এই প্রকারে ব্রহ্মের উপাসনা অর্থাৎ চিন্তা কর্ত্তব্য হয়॥

ভট্টাচার্য্য আর লেখেন তাহার তাৎপর্য্য এই যে "যদি সর্ব্বত্র ব্রহ্মময় স্ফূর্ত্তি না

হয় তবে ঈশ্বরের সৃষ্ট এক এক পদার্থকে ঈশ্বর বোধ করিয়া উপাসনা করিলেও ফল সিদ্ধি অবশ্য হয়, আপনার বুদ্ধি দোষে বস্তুকে যথার্থ রূপে না জানিলে ফল সিদ্ধির হানি হইতে পারে না যেমন স্বপ্নেতে মিথ্যা ব্যাঘ্রাদি দর্শনে বাস্তব ফল প্রত্যক্ষ কি না হয়? " ইহার উত্তর। ভট্টাচার্য্য আপন অনুগতদিগকে উত্তম জ্ঞান দিতেছেন যে ঈশ্বরের সৃষ্টকে আপন বুদ্ধি দোষে ঈশ্বর জ্ঞান করিলেও স্বপ্নের ব্যাঘ্রাদি দর্শনের ফলের ন্যায় ফল সিদ্ধি হয় কিন্তু ভট্টাচার্য্যের অনুগতদিগের মধ্যে যদি কেহ সুবোধ থাকেন তিনি অবশ্য উদাহরণের দ্বারা বুঝিবেন যে স্বপ্নেতে ভ্রমাত্মক ব্যাঘ্রাদি দর্শনেতে যেমন ফল সিদ্ধি হয় সেইরূপ ফল সিদ্ধি এই সকল কাল্পনিক উপাসনার দ্বারা হইবেক। স্বপ্ন ভঙ্গ হইলে যেমন সেই স্বপ্নের সিদ্ধ ফল নষ্ট হয় সেইরূপ ভ্রম নাশ হই-

লেই ভ্রম জন্য উপাসনার ফলও নাশকে পায়,যখন ভট্টাচার্য্যের উপদেশ দ্বারা তাঁহার কোন সুবোধ শিষ্য ইহা জানিবেন তখন তথার্থ জ্ঞানাধীন যে ফল সিদ্ধ হয় আর যে ফলের কদাপি নাশ নাই তাহার উপার্জ্জনে অবশ্য সেই ব্যক্তি প্রবৃত্ত হইতে পারেন।

আর লেখেন " যেমন কোন মহারাজ আচ্ছন্নরূপে স্বপ্রজাবর্গের রক্ষণানুরোধে সামান্য লোকের ন্যায় স্বরাজ্যে ভ্রমণ করেন সেই রূপ ঈশ্বর রাম কৃষ্ণাদি মনুষ্য রূপে আচ্ছন্ন স্বরূপ হইয়া স্বসৃষ্টি জগতের রক্ষা করেন।" উত্তর। কি রাম কৃষ্ণ বিগ্রহে কি আব্রহ্ম স্তম্ব পর্য্যন্ত শরীরে পরমেশ্বর স্বীয় মহিমা দ্বারা সর্ব্বত্র প্রকাশ পাইতেছেন।

ব্রহ্মৈবেদমমৃতং পুরস্তাদ্ব্রহ্ম পশ্চাদ্ব্রহ্ম দক্ষিণতশ্চোত্তরেণ।

২ মুণ্ডক ১২ শ্রুতিঃ॥

এই যে অমৃত ব্রহ্ম ইনি অগ্রে ইনি পশ্চাতে ইনি দক্ষিণে ইনি উত্তরে ॥

বেদান্ত শাস্ত্রে প্রথমতঃ জগতের সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের নিদর্শন দ্বারা ব্রহ্ম সত্তাকে উপদেশ করেন। তদনন্তর ব্রহ্মের স্বরূপ প্রতিপন্ন করিবার প্রয়াসে তাঁহাকে সত্তা মাত্র চিন্মাত্র ইত্যাদি বিশেষণের দ্বারা কহিয়া ইন্দ্রিয় এবং মনের অগোচর ব্রহ্ম স্বরূপকে নির্দ্দেশ করিতে বাক্যময় বেদ অসমর্থ হইয়া ইহা স্বীকার করেন, যে ব্রহ্মের স্বরূপ যথার্থতঃ অনির্ব্বচনীয় হয়, তিনি কোন বিশেষণ দ্বারা নির্দ্ধারিত রূপে কথন যোগ্য হয়েন না।

অথাতআদেশোনেতি নেতি নহ্যেতস্মাদিতি নেত্যন্যৎ পরমস্ত্যথ নামধেয়ং সত্যস্য সত্যমিতি প্রাণাবৈ সত্যং তেষামেষসত্যং ॥

বৃহদারণ্যকশ্রুতিঃ ॥

নানা প্রকার উপায়কে অবলম্বন করিয়া ব্রহ্মের বর্ণনের পরে দেখিলেন যে বাক্যের দ্বারা বেদ ব্রহ্মকে কহিতে পারেন না।

কোন ইন্দ্রিয়ের দ্বারা যাহার প্রত্যক্ষ হয় কিম্বা মনের দ্বারা যাহার অনুভব হয় সে ব্রহ্ম নহে তবে বিজ্ঞান আনন্দ ব্রহ্ম, বিজ্ঞান ঘন ব্রহ্ম, আত্মা ব্রহ্ম ইত্যাদি বিশেষণের দ্বারা যে বেদে ব্রহ্মের কথন আছে সে উপদেশ মাত্র অর্থাৎ ব্রহ্মকে কহিতে লাগিলে এই পর্য্যন্ত কহা যায়। অতএব ব্রহ্ম এই সকল অনুভূত বস্তুর মধ্যে কিছুই নহেন এই মাত্র ব্রহ্মের নির্দ্দেশ ইহাভিন্ন আর নির্দ্দেশ নাই প্রতীয়মান হইতেছে যে জগৎ তাহার মধ্যে যথার্থ রূপ যে সত্য তিনিই ব্রহ্ম; প্রাণ প্রভৃতি ব্রহ্ম নহেন তাহার মধ্যে সত্য যে বস্তু তিনিই ব্রহ্ম হয়েন।

যস্যামতং তস্য মতং মতং যস্য ন বেদ সঃ॥
তলবকারোপনিষৎ ১২ শ্রুতিঃ॥

ব্রহ্মস্বরূপ আমার জ্ঞাত নহে এরূপ নিশ্চয় যে ব্রহ্ম জ্ঞানির হয় তিনি ব্রহ্মকে জানিয়াছেন আর আমি ব্রহ্ম স্বরূপ জানিয়াছি এরূপ নিশ্চয় যে ব্যক্তির হয় সে ব্রহ্মকে জানে না॥

ভট্টাচার্য্য লেখেন যে " যদি মন্দির মস্‌জিদ গিরিজা প্রভৃতি যে কোন স্থানে যে কোন বিহিত ক্রিয়ার দ্বারা শূন্য স্থানে ঈশ্বর উপাস্য হয়েন তবে কি সুঘটিত স্বর্ণ মৃত্তিকা পাষাণ কাষ্ঠাদিতে ঐ ঈশ্বরের উপাসনা করাতে ঈশ্বরের অসম্মান করা হয়?" উত্তর, মস্‌জিদ গিরিজাতে ঈশ্বরের উপাসনা আর স্বর্ণমৃত্তিকাদি প্রতিমাতে ঈশ্বরের উপাসনা এ দুইয়ের সাদৃশ্য ভট্টাচার্য্য দিয়াছেন সে অত্যন্ত অযুক্ত, যেহেতু মস্‌জিদ গিরিজাতে যাঁহারা ঈশ্বরের উপাসনা করেন তাঁহারা ঐ মস্‌জিদ গিরিজাকে ঈশ্বর কহেন না, কিন্তু স্বর্ণ মৃত্তিকা পাষাণে যাঁহারা ঈশ্বরের উপাসনা করেন তাঁহারা উহাকেই ঈশ্বর কহেন এবং আশ্চর্য্য এই যে তাঁহাকে ভোগ দেন এবং শয়ন করান ও শীত নিবারণার্থে বস্ত্র দেন তাঁহার গ্রীষ্ম নিবারণার্থে বায়ু ব্যজন করেন, এই সকল ভোগ শয়নাদি ঈশ্বর ধ-

র্ম্মের অত্যন্ত বিপরীত হয়। বস্তুতঃ পরমেশ্বরের উপাসনাতে মস্‌জিদ গিরিজা মন্দির ইত্যাদি স্থানের কোন বিশেষ নাই যেখানে চিত্ত স্থির হয় সেই স্থানেই উপাসনা করিবেক।

যত্রৈকাগ্রতা তত্রাবিশেষাৎ॥

বেদান্ত ৪ অধ্যায় ১ পাদ ১১ সূত্রং॥

যেখানে চিত্ত স্থির হয় সেই স্থানে আত্মোপাসনা করিবেক, তীর্থাদি স্থানের বিশেষ নাই॥

যদি বল আত্মোপাসনার যে সকল নিয়ম লিখিয়াছেন তাহার সম্যক্ প্রকার অনুষ্ঠান হইতে পারে না অতএব সাকার উপাসনা সুলভ তাহাই কর্ত্তব্য। উত্তর, উপাসনার নিয়মের সম্যক্ প্রকার অনুষ্ঠান না হইলে যদি উপাসনা অকর্ত্তব্য হয় তবে সাকার উপাসনাতেও প্রবৃত্ত হওয়া উচিত হয় না যেহেতু তাহার নিয়মেরও সম্যক্ প্রকার অনুষ্ঠান করিতে কাহাকেও

দেখিতে পাই না। বস্তুতঃ সম্যক্ প্রকার অনুষ্ঠান যাবৎ উপাসনাতেই অতি দুঃসাধ্য অতএব অনুষ্ঠানে যথা সাধ্য যত্ন কর্ত্তব্য হয়।

---

9 AP 66